Souvenir

5th Biennial Conference'05

620.5
I82s
D-995

Islamic University Chittagong Trust

620.5
I82r

Souvenir

5th Biennial Conference 2005

Date
1st & 2nd December 2005

Venue
Hotel Agrabad, Chittagong
Bangladesh

Editor
Muhammad Badiul Alim

Members, Editorial Board
Abu Reza Md. Nezamuddin Nadwi
Mohammad Riaz Mahmud
Imran Abu Hasan
M. Shaker Alam Shaoque
Md. Kamal Uddin
Chowdhury Golam Mawla
Md. Ziaul Karim
Mostaque Khandoker

Design & Print

Published by
Souvenir Sub-Committee, IUCT

CENTRAL LIBRARY
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY, CTG.
Acc No D-995
Date 08-11-2016

Islamic University Chittagong Trust

আমরা যাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি

দশ বছরের পথ চলার দীর্ঘ পরিক্রমায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে হারিয়েছে। ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় আমরা তাঁদের অনন্য অবদান ও কীর্তিসমূহ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এসকল মহান ব্যক্তি ইসলাম ও উম্মাহর কল্যাণে, ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে, ইসলামী চেতনা ও সংস্কৃতির বিকাশে, বিশেষ করে তরুণ যুব সমাজের হৃদয়-বন্দরে ইসলামী চেতনার উন্মেষ সাধনে অসাধারণ নজীর স্থাপন করেছেন। আমরা এসকল পুণ্যাত্মা ও মহান ব্যক্তিবর্গের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আল নদভী
রেক্টর
নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ, ভারত

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
পীর সাহেব
বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

ড. মানে হাম্মাদ আল জুহানী
সেক্রেটারী জেনারেল
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অফ মুসলিম ইয়ুথ

এ. এফ. এম হাসান
সমাজ সেবক
রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী।

আব্দুল মালিক ইউসুফ আল হামর
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
আরব আমীরাত সরকার

এডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরী
রাজনীতিবিদ
দানশীল সমাজ সেবক।

সম্পাদকীয়

দশ বছর পূর্ণ হয়েছে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম- এর। মহাকালের উদরে এ সময়টুকু ধর্তব্য কিছুই নয়। পার্থিব বিবেচনায়ও হয়তো বিন্দুবৎ। তবু পিছন ফিরে দেখলে ১০ বছরের অর্জন আমাদেরকে উদ্দীপিত করে অনেক বেশী। আশান্বিত হই IIUC-স্বপ্নের বাস্তবায়নে দ্রুততর অগ্রসরমানতায়। UGC-র স্বীকৃতিতে 'এ' গ্রেডে অন্তর্ভুক্তি লাভ, IEB-র রিকগ্‌নিশন, নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে ব্যাপক স্থাপনা ও উন্নয়ন, চীন- ভারত- নেপাল- সোমালিয়া- কেনিয়াসহ বহু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর পদচারনায় মুখর এই বিদ্যাপিঠের পবিত্র অঙ্গন আমাদের অর্জনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যাশার আলোকে কিছু অপ্রাপ্তি যে নেই- তা নয়। আমরা আরো বেগবান হবো, আমাদের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ ঘুচিয়ে দেবেন।

আজ মনে পড়ছে ১৯৯৭ সালে কুয়েত সিটিতে শুধুমাত্র গালফ অঞ্চলের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত IUC ট্রাস্ট্রের ১ম আঞ্চলিক সম্মেলনের কথা। তারপর প্রতি দুবছর অন্তর অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোতে এবং ১ম ও ২য় কনভোকেশনে যেসব মান্যগণ্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ব্যক্তিত্ব তাঁদের উপস্থিতি ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের কথা। আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি তাঁদের।

দশক পূর্তির এ আনন্দঘন মহতী সম্মেলন উপলক্ষে দেশী বিদেশী যাঁরা আমাদের সাথে যোগ দিতে এসেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই স্বাগতম।

৫ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন স্যুভেনির প্রকাশের জন্য যারা রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্মেলন বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা ও অবদানের জন্য জানাই কৃতজ্ঞতা। সর্বশেষে মহান আল্লাহর কাছে সম্মেলনের সাফল্য এবং আমাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় তাঁর রহমত কামনা করছি।

মুহাম্মদ বদিউল আলিম
সেক্রেটারী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট

'এইখানে, এই গহীন প্রকৃতির নিবিড় কোলে
চিরায়ত শুভ্রতার রঙ মেখে
ছড়িয়ে উদীপ্ত চেতনার উন্মেষ চতূর্দিক
ধ্যানমগ্ন মন বিজ্ঞানমনস্কতায় কী-বোর্ডে চালিয়ে আঙুল
দীপ্ত হয় আধুনিকতম প্রযুক্তি-প্রশ্বাসে।'

কবিতাংশ ঃ চৌধুরী গোলাম মাওলা

৫ম দ্বি-বার্ষিক রিপোর্ট
বিগত ২ বছরে ট্রাস্টের কর্মতৎপরতা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমরা ৫ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে একত্রিত হতে পেরেছি। এজন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনারা অনেকে বিভিন্ন দেশ-বিদেশ, দূর-দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এ জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

আমি আনন্দের সাথে আপনাদেরকে অবহিত করতে চাই যে, ইতোমধ্যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ১০ বছর অতিক্রম করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও শুরুর কার্যক্রমের দিক দিয়ে আমরা ১ যুগ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি। বিগত ১০ বছরের অগ্রগতি-অগ্রযাত্রার অব্যাহত গতি অক্ষুন্ন রাখতে পেরে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাই। বিগত ৪র্থ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন রিপোর্টে আমি আপনাদের কাছে ইতিপূর্বেকার অগ্রগতির রিপোর্ট এবং তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছি। বর্তমান রিপোর্ট-এ আমি ৫ম দ্বি-বার্ষিকের অর্থাৎ বিগত ২ বছরের অগ্রগতি রিপোর্ট অতি সংক্ষেপে পেশ করছি।

একাডেমিক রিপোর্ট ঃ

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত মোট ৫টি ক্যাম্পাস চালু আছে।

- স্থায়ী ক্যাম্পাস, কুমিরা, চট্টগ্রাম।
- সিটি ক্যাম্পাস (অস্থায়ী) চকবাজার চট্টগ্রাম।
- মহিলা ক্যাম্পাস, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
- ঢাকা ক্যাম্পাস, ধানমন্ডি, ঢাকা।
- ঢাকা মহিলা ক্যাম্পাস, ধানমন্ডি, ঢাকা।

এছাড়া উল্লেখিত ক্যাম্পাসগুলোতে ৫টি অনুষদের অধীনে ৭টি ডিপার্টমেন্ট পূর্ববৎ মত চালু রয়েছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশে সুনাম অর্জন করায় কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়া অন্যান্য সকল ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রী পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সম্মানিত প্রো-ভিসি সাহেবের একাডেমিক রিপোর্ট-এ আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা আবাসন সমস্যার কারণে বিগত ২ বছরে কোন নতুন ডিপার্টমেন্ট বা নতুন কোন প্রোগ্রাম চালু করতে পারিনি। তবে দেশের ও জাতীয় চাহিদা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা নিম্নলিখিত ৩টি প্রোগ্রাম ২০০৬ সালের মধ্যে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।

১। Electrical and Electronic Engineering Dept.
২। Pharmacy Dept.
৩। ২ বছর মেয়াদী Law Course

ফিজিক্যাল অগ্রগতি ঃ

ফিজিক্যাল অগ্রগতির দিক দিয়ে বিগত ২ বছরে আমাদের অগ্রগতি অন্যান্য বছরগুলির তুলনায় খুব বেশী হয়নি। বিগত ২ বছর মুসলিম বিশ্বসহ সর্বত্রই বিশ্বপরিস্থিতির কারণে, Fund সরবরাহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধা বিপত্তি ও Donor-দের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের আশা অনুযায়ী অগ্রগতি লাভ করতে পারিনি। তারপরও বিগত ২ বছরে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। আমরা নিম্নবর্ণিত কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক টাকা ঋণ করে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছি।

১। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও সেন্ট্রাল Air-Condition-সহ একটি বিশাল আকারের লাইব্রেরী ভবন ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ কাতার সরকারের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। এ

লাইব্রেরী বিল্ডিংয়ে এক লক্ষ বই ধারণ ক্ষমতা এবং ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর একসাথে লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। অপর দিকে Internet Connection এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২। ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ কুয়েত সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ২ হাজার শ্রোতার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সুবিশাল অডিটরিয়াম বিল্ডিং এর কাজ শুরু করেছি। এর ৮০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করি আগামী বছরের মধ্যে এই বিল্ডিং এর কাজ সমাপ্ত করা যাবে।

৩। ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ আরব আমিরাতের শেখ যায়েদ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় একটি বিশাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং এর ল্যাব সুবিধা সহ নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। আশা করা যায় ২০০৭ সালের পূর্বে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা যাবে।

৪। ও.আই.সি সলিডারিটি ফান্ড এর সহযোগিতায় আমরা অপর একটি হোস্টেলের কাজ শুরু করে ৮০% কাজ শেষ করেছি। আশা করা যায় আগামী বছরের মধ্যে এর কাজ সমাপ্ত করা যাবে।

৫। কোন বিদেশী সাহায্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড দিয়ে বিশাল সেন্ট্রাল ক্যাফেটরিয়া বিল্ডিং এর এক তৃতীয়াংশ কাজ সমাপ্ত করে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করেছি। ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ কাজ ক্রমান্বয়ে শেষ করার ইচ্ছা পোষণ করি।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে Engineering & Construction ডিভিশনের জন্য একটি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি এবং ৫০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে Academic Building No-3 এর অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত করেছি। এতে নতুন বিভাগের ক্লাস করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৮। সরকারী সাহায্যে ঢাকা ট্রাংক রোড হতে আমাদের মহিলা ক্যাম্পাস পর্যন্ত রাস্তা ইতোপূর্বে ইট-সলিং করা হয়েছিল। আগামী বছর সরকারী সাহায্যে এর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড থেকে ঢাকা ট্রাংক রোডে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে একটি দৃষ্টিনন্দন গেইট নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০% শেষ হয়েছে। আশা করা যায় আগামী বছর এর অবশিষ্ট কাজ শেষ করা যাবে।

১০। তহবিল সংকটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে Site Development এর কাজে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি। তবে বিগত ২ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় ৬০০০ গাছ রোপন করা হয়েছে। এ বৃক্ষগুলি বড় হলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ হবে। এছাড়া আমরা বিল্ডিংগুলির পার্শ্বে এবং সম্মুখে ফুলের বাগান করার চেষ্টা করেছি।

১১। মডার্ণ সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে যাতায়াতের জন্য আমরা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কনক্রিট ব্রীজ নির্মাণ শুরু করেছি। আশা করা যায় চলতি মাসেই এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।

১২। আমরা স্থায়ী ক্যাম্পাসে বর্তমানে ৪টি হোস্টেল বিল্ডিং এ ৮০০ ছাত্র থাকার ব্যবস্থা করেছি। ৩টি একাডেমিক বিল্ডিং এর মধ্যে ৫টি ডিপার্টমেন্ট -এ পড়াশুনা চলছে। মহিলা ক্যাম্পাসে নির্মিত অপর একটি একাডেমিক ভবনকে শিক্ষকদের আবাসিক ও প্রশাসনিক ভবন হিসাবে আপাতত ব্যবহার করা হচ্ছে। ২৪ জন কর্মচারী থাকার ব্যবস্থা আগে করা হয়েছে।

ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্টঃ

১। **IDB ভবন ঃ**

আমরা আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এলাকায় (চট্টগ্রামের সবচেয়ে মূল্যবান এলাকা) ২০ কাঠা জমি অনেক টাকা ঋণ করে রেজিষ্ট্রেশন এর কাজ সমাপ্ত করেছি। এ জায়গায় Islamic Development Bank (IDB) ১৬ তলা বিশিষ্ট

একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড ঋণ আকারে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আশা করা যায় আগামী বছর IDB কর্তৃক এর নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

২। **মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালঃ**

প্রায় ২ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট একটি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় জায়গা ও ফান্ডের অভাবে এর নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি। প্রখ্যাত শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের জন্যে চান্দগাঁও-এ ৮০ শতক জমি ও বিল্ডিংসহ বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট উক্ত জায়গায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। অপরদিকে গত মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টীম সৌদি ক্রাউন প্রিন্স সুলতান বিন আব্দুল আজিজের সাথে দেখা করে মেডিকেল কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করার আবেদন জানালে সৌদি সরকার অর্থ যোগান দিতে নীতিগত সম্মতি প্রদান করেছেন। প্রাথমিকভাবে ১ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। আমিরাতের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এ প্রজেক্টের ২ কোটি টাকা মূল্যের মেডিকেল যন্ত্রপাতি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মেডিকেল কলেজ চালু হলে দেশের জনগণের একটি বিরাট চাহিদা পূরণ হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

সংক্ষিপ্ত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট ঃ

বিগত ২ বছরে Accounts, Finance & Audit Report পৃথক পৃথকভাবে আপনাদেরকে সরবরাহ করা হয়েছে। তাতে কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে মিটিং এর মধ্যেও জেনে নিতে পারেন অথবা পরবর্তী সময় নিজ স্থানে ফেরত গিয়ে চিঠির মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন। Accounts & Finance সম্পর্কে জানার অধিকার প্রত্যেক সদস্যদের জন্য সবসময় খোলা আছে। বিস্তারিত রিপোর্ট সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পাঠ করা সম্ভব নয়। তারপরও সদস্যদের অবগতির জন্য Finance সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিচ্ছি।

বিগত ২ বছরের মধ্যে ১ম অর্থবছরে রাজস্ব আয় ৳ ১৪৮১.৩৯ লক্ষ (USD 22.11 Lac) ২য় অর্থবছরে ৳ ১৮০৯.৪৮ লক্ষ (USD 27.01 Lac)। বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক সহায়তা ছিল ১ম অর্থ বছরে ৳ ৫৬৩.৫১ লক্ষ (USD 8.41 Lac) এবং ২য় অর্থবছরে ৳ ১৬৫.০৭ লক্ষ (USD 2.46 Lac)। রাজস্ব ব্যয় ছিল ১ম অর্থ বছরে ৳ ১৩৯৮.৩৭ লক্ষ (USD 20.87 Lac) দ্বিতীয় অর্থ বছরে ৳ ১৬৩৮.০৪ লক্ষ (USD 24.45 Lac)। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (ADB) আওতায় প্রথম বছরে খরচ হয় ৳ ৮০৪.১৮ লক্ষ (USD 12.01 Lac) দ্বিতীয় বছরে ৳ ৩৯৫.৬২ লক্ষ (USD 5.91 Lac)। পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় সম্পন্ন করতে আমাদেরকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয় যার পরিমান বর্তমানে ৳ ১৫৫ লক্ষ (USD 2.31 Lac)। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে স্থায়ী ক্যাম্পাসে বিল্ডিং নির্মাণ খাতে আমাদের মোট ঘাটতির পরিমান ৳ ২৩৪ লক্ষ (USD 3.49 Lac)। আমি আগেই বলেছি আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট সম্মানিত সদস্যদের হাতে আছে।

প্রিয় বন্ধুরা ঃ

১. বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে আয়ের উপর নির্ভর না করে স্থায়ী আয়ের দিকে নজর দিতে হবে। এজন্য ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে কয়েকটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কাজে লাগাতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জমি ক্রয়। আমার মনে হয় যদি আমরা জমি ক্রয় করতে পারি তা হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে আমি কয়েকটি বাণিজ্যিক ভবন তৈরীর পক্ষে প্রস্তাব দিচ্ছি।

২. শিক্ষকদের বেতন খাতে বিদেশী অনুদান বৃদ্ধি করার জোরদার চেষ্টা করতে হবে। এ খাতে আমরা যদি বিদেশী অনুদান বৃদ্ধি করতে পারি তা হলে ছাত্রদের পক্ষ থেকে যে আয় হয় তা হতে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তোলার কাজে অধিক পরিমাণ ব্যয় করতে পারব।

৩. বড় বড় বিল্ডিং এর ডোনার সংখ্যা কম। আমাদের প্রয়োজনীয় বিল্ডিং এর জন্য ডোনার খোঁজ করতে হবে। তবে ল্যাব ও Laboratory Equipment আকারে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধি পাবে তেমনি ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে পরোক্ষভাবে আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২৯তম এসিএম ইন্টার কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আইআইইউসি অষ্টম স্থান অধিকার করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশের ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী ৯৬টি টিমের মধ্যে আইআইইউসি অষ্টম স্থান অর্জন করে। এছাড়া ভারতে ২০০৩ সালে ৫৪টি দলের মধ্যে আইআইইউসি ৯ম স্থান লাভ করে। ২০০২ সালে এসিএম আইসিপিসি ঢাকা আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বেস্ট ফিমেল টিম হিসাবে পুরস্কৃত হয়। এনসিপিসি-২০০৪ এ আইআইইউসি অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০টি টিমের মধ্যে ১০ম স্থান অর্জন করে। আইআইইউসি শুধুমাত্র প্রোগ্রামার তৈরী করছে না, সারা দেশে প্রোগ্রামার তৈরী করার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যাচ্ছে। আইআইইউসি বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেটি ২০০৩ ও ২০০৪ সালে অন লাইন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইআইইউসি ৩ ও ৪ ডিসেম্বর ২০০৪ এ চট্টগ্রামে ৩৩ একর জায়গায় অবস্থিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সবুজাভ পরিবেশে কুমিরাস্থ স্থায়ী ক্যাম্পাসে জাতীয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০০৪ এর আয়োজন করেছে। বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এই বর্ণাঢ্য ও বিশাল কলেবরের জাতীয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলাদেশের অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই সর্বপ্রথম এত সংখ্যক প্রতিযোগী আইআইইউসি'র ৩১ হাজার বর্গফুটের কাতার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে ১টি বৃহৎ হলঘরে একত্রে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।উল্লেখ্য On line-এ সারা বিশ্বের ৭৭টি বিদেশী টীম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

■ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া (IIUM), মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি (মালয়েশিয়া), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লেইস্টার (লন্ডন), এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (AIT) থাইল্যান্ড, ইউনিভার্সিটি অব কেপ বৃটন (কানাডা), ইন্দোনেশিয়ার ত্রিশক্তি ইউনিভার্সিটি এবং সৌদি আরব ও লন্ডনের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারকের সুবাদে ক্রেডিট ট্রান্সফার, এম.ফিল, পিএইচ.ডি এবং উচ্চতর শিক্ষার্জন করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সুযোগের মধ্যে কোর্স করার ক্ষেত্রে কস্ট শেয়ারিং এবং অফ ক্যাম্পাস পি-এইচ.ডি করারও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Portland বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MoU স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে।

■ মডার্ণ সায়েন্স ফ্যাকাল্টির অধীনে আগামী সেমিস্টার থেকে ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি নতুন বিভাগ চালুর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ফার্মেসী বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

■ ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আইআইইউসি শীঘ্রই মেডিকেল কলেজ চালু করতে যাচ্ছে। বর্ণিত বিষয়গুলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য অর্জনকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে। উল্লিখিত সাফল্য একদিনে অর্জিত হয়নি। এই সাফল্যের নেপথ্যে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সমন্বিত নিষ্ঠা, শ্রম, স্বচ্ছতা, সততা ও অঙ্গীকার সক্রিয়ভাবে কার্যকর ছিল। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আইআইইউসি ট্রাস্ট, সিন্ডিকেট এবং সর্বোপরি আইআইইউসি'র গৃহীত এবং অনুসৃত নীতিমালা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে সবসময় জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং শিক্ষার্জনের অনুকূল রেখেছে।

পরিশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, সাফল্যের ব্যাপারে গুরুত্বরোপ এবং আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই। কারণ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করছে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় হাতছানীর পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে আকর্ষণীয় বিকল্প। অনেকের কাছে নিছক 'বিকল্প' নয় 'প্রথম অগ্রাধিকার' হিসাবে গণ্য হচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য এখানেই।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে Central Cafeteria-সহ শিক্ষকদের জন্য আবাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ট্রাস্ট এর সদস্যদের এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানাই।

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের আনন্দঘন মুহূর্তে আইআইইউসি'র সম্মানিত ট্রাস্ট চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, দেশী ও বিদেশী সদস্যবর্গ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আল্লাহতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

IIUC - A brief account of the decade of progress

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique*

Preamble:

All praises are due to the Almighty Allah (SWT) who has successfully materialized our long cherished dream for establishing an Islamic University of unique characteristic in a densely populated Muslim country of South Asian region like Bangladesh. Had there been no special favor of the Almighty Allah (SWT) it would not exist. We are especially grateful to those distinguished scholars, great personalities and philanthropist of the Muslim Ummah from countries like Kuwait, Qatar, K.S.A., South Africa, UAE, Egypt, Pakistan, India and Maldives who extended their unconditional supports and strengthened our hands for advancing in our journey towards the noble objectives.

To mention in brief the background of establishing IIUC is that an Islamic University was established in 1983 in an area adjacent to IUT (the then ICTVTR) of OIC which was situated 20 Kms away from the city center of Dhaka as part of recommendations made by the World Conference on Muslim Education held in 1977 at the Holy Makkah and the member countries of OIC were advised for making substantial material and technical supports to that University and two other sister Universities in Malaysia and Pakistan. Though the then secular government had established an Islamic University to satisfy the members of OIC but they were never sincere to that University and as such they did not like to see that flourish, resulting in a sudden decision for shifting the University from the capital city to a remotest border district of Kushtia within a few years of its establishment. Seeing this tragic fate of the only Islamic University of Bangladesh some social workers, educationists and Islam loving brothers of Chittagong resolved to establish an Islamic University in Chittagong, the 2nd largest city of Bangladesh and the gateway of Islam to Bengal.

By this time a new government came into power and they passed a historic law in the Parliament under the title of **'Private University Act 1992'** allowing the persons, trust bodies or associations for establishing Universities at private level subject to fulfillment of certain conditions.

Taking the advantage of this enactment the brothers stepped forward to establish an Islamic University in Chittagong which may offer undergraduate and post graduate level education, not in Shariah only but in other modern disciplines also like Computer Science, Business Studies, Arts and Humanities and Law etc. After getting permission from the Government an integrated education system of unique character has been introduced at this University following the example of International Islamic University Malaysia (IIUM). Some of the experts in education who were teaching at IIUM including the author of this report and some other graduates of IIUM from Bangladesh were requested to come back home to contribute to the development of this newly established University.

The idea was very much hailed by renowned scholars and educationists of Muslim world like Dr. Abdullah Umar Naseef, Dr. Abdullah Musleh, Dr. Yousuf Al Qaradawi, Shaikh Saleh bin Humaid, Shaikh Abdullah Ali al Mutawwa`, Shaikh Yousuf Jasem al Hajji, Shaikh Abdullah al Dabbagh, Shaikh Adil Falah, Shaikh Nader al Noori, Shaikh Naser Hamdan al Za`abi, President Mamun Abdul Qayyum, Dr. Abdur Razzaq Dhafar, Prof. Dr. Abdullah Al Zaid, Dr. Abdullah Al Rashid and many others.

*Prof. Dr. Abu Bakr Rafique, Pro Vice-Chancellor, International Islamic University Chittagong

They not only expressed their support to the idea but also agreed to be the Chairman/Vice-Chairman or the members of Islamic University Chittagong Trust (IUCT) as the case may be and contributed to expedite growth and physical development of the University.

The permanent campus of the University which is 20 Kms away from the city center is situated on 35 acres of land in a location of excellent scenic beauty near to the Bay of Bengal and on the slope of a hilly area which has been planned to extend upto 150 acres of land within the near future.

From 43 to about 4500 students within a span of 10 years:

The most striking factor of the development of IIUC is in its academic aspect. Starting with only 43 students in 1995, the total number of its students is now about 4500 i.e. an increase of 100 times in 10 years or 10 times in each year. IIUC has been continuing to maintain this ratio in each year from the very start of its journey.

From Local to International:

Initially having been established as Islamic University Chittagong (IUC) this University got to change its name into International Islamic University Chittagong (IIUC) within five years. This is not only the change of its nomenclature but change in respect of its nature and character also. From the very beginning of its journey it maintained to have some foreign teachers specially in the Faculty of Shariah. Some foreign students from India, Nepal, Somalia and China etc. are also studying under different Faculties.

Its academic standard is at par with or nearly close to any University of good reputation from the Muslim world. IIUC has signed Memorandum of Understanding (MoU) with some reputed Universities of South East Asian region, Canada, USA and UK etc. These are International Islamic University Malaysia (IIUM), Multimedia University Malaysia (MMU), Asian Institute of Technology (AIT) Thailand, Cape Breton University Canada, Islamic Foundation UK and Ports Mouth University. UK etc. However many other Universities do accept our students with full Credit Transfer.

From 5 to 275 teachers in ten years:

The ratio of increase in the number of teachers is also very encouraging. Starting with five regular teachers in 1995, now the number of our teaching staff members is about 275, 65% of whom are regular teachers. This is the highest number among all the Private Universities of Bangladesh.

Among 9 (nine) Top Graded Universities in UGC ranking:

IIUC has been placed among 9 (nine) top graded Private Universities of Bangladesh by the high powered team constituted by the Prime Minister in 2004 headed by the Chairman of University Grants Commission (UGC) for evaluating the standard and quality of existing 53 (fifty three) Private Universities.

The only University obtained membership of IEB:

IIUC is characterized as the only University which has been awarded the membership of the Institution of Engineers, Bangladesh (IEB) for fulfilling all requirements in its CCE program. We are waiting for getting the same for CSE program also.

Morality combining with quality:

IIUC does not only emphasize on quality education, it rather gives similar importance on creating students' awareness of practicing morality in all spheres of life. With this end in view IIUC has established a separate division named Student Affairs Division (STAD) for looking after

the matters related to students orientation, guidance, training and nursing their latent talent in a systematic way.

Insha Allah our efforts shall continue ceaselessly for improving our quality more and more. May Allah (SWT) give us the best of Tawfique.

A brief report on Academic development during a decade from 1995 to 2005:

Number of Faculties, Depts. and Institutes/Centers

Faculties:	1995	2000	2005
a) Main Campus	3	4	5
b) Dhaka Campus	0	2	2

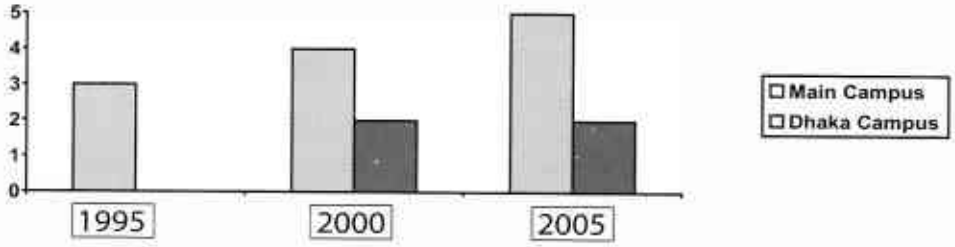

Departments:	1995	2000	2005
a) Faculty of Shari`ah (Main Campus)	1	1	2
Faculty of Shari`ah (Dhaka Campus)	0	0	0
b) Faculty of Modern Sciences (Main Campus)	1	2	2
Faculty of Modern Sciences (Dhaka Campus)	0	1	1
c) Faculty of Business Administration (Main Campus)	1	1	1
Faculty of Business Administration (Dhaka Campus)	0	1	1
d) Faculty of Arts & Humanities (Main Campus)	0	1	1
Faculty of Arts & Humanities (Dhaka Campus)	0	0	0
e) Faculty of Law (Main Campus)	0	0	1
Faculty of Law (Dhaka Campus)	0	0	0
Institutes/Centers:			
a) Main Campus	1	2	2
b) Dhaka Campus	0	0	0
	4	**8**	**11**
Students population	**1995**	**2000**	**2005**
Main Campus & Dhaka Campus	**43**	**1205**	**4364**

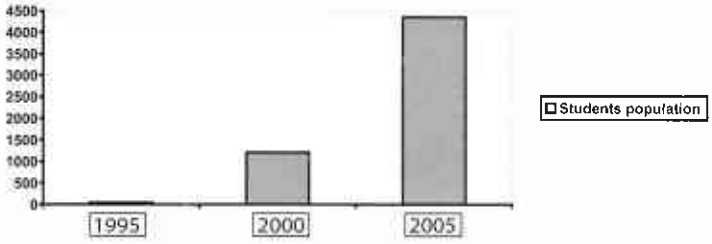

* Some of our students got credit transfer to several foreign universities like University College of Cape Breton, Canada; Windsor University, Canada; Acadia University, Canada; West Virginia University, USA; Victoria University, Australia; University of Central Queens Land, Australia; Business School of London; International Islamic University Malaysia and Al Azhar Al Sharif University, Egypt.

Regular Faculty Members	**1995**	**2000**	**2005**
Professor	0	2	10
Associate Professor	0	0	4
Assistant Professor	0	5	42
Lecturer	5	35	121
Assistant Lecturer	0	2	3
Total:	**5**	**45**	**180**

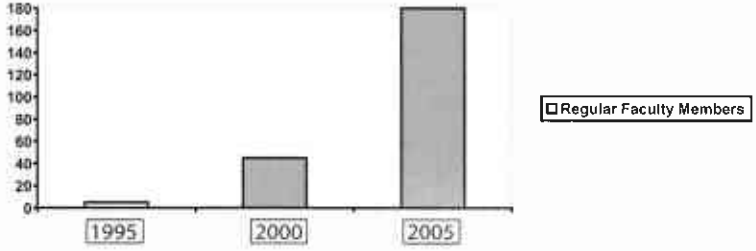

Adjunct Faculty:	**Total**
a) Main Campus	50+
b) Dhaka Campus	45+

Number of books in the Library	**1995**	**2000**	**2005**
Main Campus & Dhaka Campus	**285**	**8122**	**59188**

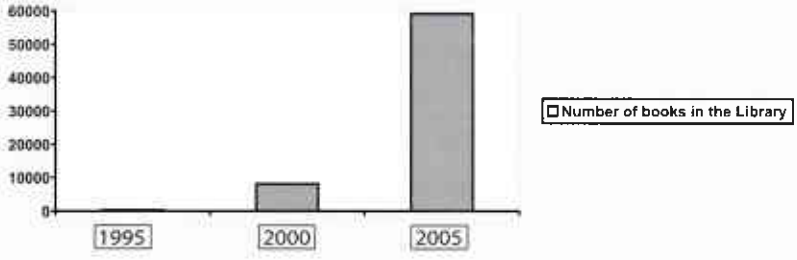

Seminars/Symposiums/Conferences organized by the University: (period: 2003-2005)

1. An International Seminar on **"Harmonizing Development and Financial Instruments by Shar`ah for Ummatic Integration"** organized by Center for Comparative Political Economy (CCPE), IIUC in collaboration with WAMY on 19th & 20th December 2004.
2. An International Seminar on **"Islamic Law"** organized by Faculty of Law in collaboration with WAMY on 6th July 2004 in Dhaka attended by the Honorable Law, Justice & Parliament Affairs Minister Barrister Moudud Ahmed as the Chief Guest.
3. A local seminar on **"Human Resource Development"** on 21.01.2004 by DBA.
4. A national seminar on **"Growth of Banking Profession & Economic Development in Bangladesh"** on 16.04.2004 by DBA.
5. A local seminar on "Role of Translation" by DIS.
6. An **Academic Conference** was organized by the Islamization Committee for the Academic Staff Members & Officers.
7. An Islamization Camp was organized by the Islamization Committee for the Academic Staff members.
8. Observed an **IT Enlightenment Week** by IIUC Computer Club from 18 - 23 October 2003 which was attended by scientists, poets, academicians and different organization, for the students of colleges and the University of Chittagong.
9. A two-day long International Seminar was organized on **Ethics in Medical Profession** on joint collaboration with WAMY, Dammam, held on 10-11 April 2003, which was attended by two renowned Professors of Medicine in KSA and some of the Senior Academicians and Practitioners from Bangladesh. The closing session of the Seminar was attended by the Hon'ble Education Minister Dr. M. Osman Faruque as the Chief Guest.

Research publication and other activities:

1. **Research Journal (IIUC Studies):** 1st & 2nd Issue of IIUC Studies had been published and 3rd Issue of the Journal is on process for publication.
2. **Executive Views:** A journal titled "Executive Views" was published by the Department of Business Administration.
3. **Personal Research Publication:**
   Vice-Chancellor:
   Nos. of Research Article (Published): 11 (Eleven) & One Book.

   Pro Vice-Chancellor:
   Nos. of Research Article (Published): 5 (five) & 3 (three) books
4. **Research Publication by the Department:** 2004 - 7, 2005 - 13
5. **Others:** Brochure, Admission Handbook, Annual Magazine, Bulletin and Souvenir are published.

The International Seminars & Symposium attended:

1. Honorable Vice-Chancellor attended an International Seminar in Indonesia in February 2004.

2. The Pro Vice-Chancellor attended the Inaugural Session of International Association of Muslim Scholars (IAMS) in London on 11th July 2004 organized by organizing Committee of IAMS, Dublin, Ireland.

3. The Pro Vice-Chancellor attended an International Seminar on Islamic Thought (IsoIT) at UKM, Malaysia from 7th to 9th December 2004 and presented a paper.

4. The Pro Vice-Chancellor participated in an International Seminar on Muslim Education organized by IIUM on 6th - 8th August 2005 with a paper which was published in the proceedings thereof.

5. Two Faculty Members attended an International Seminar at Multimedia University, Malaysia in 2004.

6. Mr. Kazi Deen Mohammad, Assistant Trust Secretary attended an International Seminar on "Scientific Miracles in the Qur`na" held at Dubai, UAE in March 2004.

7. Hon'ble Vice-Chancellor, Treasurer of the University & Asst. Secretary of the Trust attended a four-day long workshop of WAMY in Riyadh, KSA from 29.10.2002.

8. The Pro Vice-Chancellor & Director, Foreign Affairs attended a Seminar in Lakknow, India in 2001.

9. The Pro Vice-Chancellor attended a Workshop organized by WAMY in Islamabad, Pakistan in 2000.

10. Hon. Vice-Chancellor & Director, Foreign Affairs Division attended two Seminars in Riyadh, KSA.

Higher Studies at Home & Abroad:

1. 2 (two) nos. of Academic staff have obtained Ph.D. from Malaysia and One from Dhaka University.

2. 10 (ten) nos. of Academic staff have obtained Master Degree from Home & Abroad

3. 32 (Thirty two) nos. of Academic staff were sent abroad with scholarship arranged by the IIUC for higher study out of them 5 (five) nos. of Academic staff have come back & joined the University to contribute to the development of its academic standard.

4. 5 (five) nos. of Teachers/Officers were sent abroad for getting training during this period.

Programs for Islamic Orientation & Dynamic Leadership Training for students:

1. 3 (three) nos. of three day's long Dynamic Leadership Training Camp (DLTC) for male students and 2 (two) nos. of day long Camp for the Female students were organized by Students Affairs Division (STAD).

2. 1 (one) Talent Development Workshop was organized for male & female students.

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ভিশন-মিশন-প্ল্যানিং

মুহাম্মদ বদিউল আলিম*

ভূমিকা ঃ

ভিশন, মিশন ও প্ল্যানিং নাম দিয়েছি দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে। আমরা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশ। এর জনসংখ্যার ৯০% মুসলিম হলেও আমরা এখনও আমাদের জাতীয় আদর্শ নির্ণয় করতে পারিনি। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দেশে উচ্চারিত কয়েকটি শব্দকে জাতীয় আদর্শ হিসেবে নিয়েছি। যেমন– সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বহুল আলোচিত বিষয়গুলোকে আমদের জাতীয় আদর্শ বানিয়েছি। এ শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমা শাসন শোষণ বহাল রাখার জন্য দার্শনিকগণ এসব শব্দ প্রচলন করেছেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে কোন লোক তৈরী হয় না। ফলে তাদের মধ্যে আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মনোভাব প্রস্তুত হয়না। তাদের সকলের মনমস্তিস্ক সেক্যুলার ধারণা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই কোন স্থায়ী নীতিতে মূল্যবোধে বিশ্বাস করে না। নৈতিক বা ধর্মহীন জীবন যাপন করে।

এর অনিবার্য ফল আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে। আমরা জাতীয় পরিচিতি হীনতায় ভুগছি। আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছেলেরা চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুর্নীতিতে আমরা শীর্ষে, দুনিয়ার কেউ আমাদের বিশ্বাস করে না।

এ অবস্থা একটি জাতির জন্য মহাসংকটময়। আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তরোত্তর এই সংকট বৃদ্ধির কাজে ইন্ধন যুগিয়ে আসছে। আজ জাতীয় আইডেন্টিটি সংকট, জাতীয় আদর্শহীনতাকে মুক্ত করার জন্যই তারা ইসলাম শব্দটা লোপ করে দিয়েছি। শতকরা ৯০ ভাগের বিশ্বাসই আমাদের জাতীয় আদর্শ ইসলাম। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মোকাবেলায় ইসলামই হবে পৃথিবীর ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়বে, পড়াবে তারা সেই আদর্শহীনতায় ভুগবে না। প্রত্যেকের জীবনাদর্শ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট বিশ্বাস করে যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়। ইসলাম একটি বিপ্লবী জীবনাদর্শ। জীবন ও জগত সম্পর্কে বর্তমানে বস্তুতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার বিপরীতে ইসলামের একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি, একটি পৃথক দর্শন রয়েছে। তদ্রুপ বিশ্ব পরিচালনার জন্য ইসলামের একটি নিজস্ব মডেল রয়েছে। বর্তমানের গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মডেল ও পৃথক সমাজ কাঠামো অনুসরণ করা হলে বর্তমান বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান ও মানবজাতির কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ উপলব্ধি মোটেই নেই।

মুসলমান একটি আদর্শবান ও সংস্কৃতিবান জাতি। বহু শতাব্দী ধরে এ জাতি গোটা পৃথিবী শাসন করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানের সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিজয়ী ছিল। মুসলমানদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান ছিল সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আজ আমরা আমাদের সেই ইতিহাস ভুলতে বসেছি, ইতিহাসকে অস্বীকার করছি। মুসলমান যুবকেরা এ ইতিহাস নিয়ে গর্ব অনুভব করে না। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই। আমরা নিজেদেরকে বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী জাতি বলি, অথচ শুধু ভাষা নিয়ে কোন জাতি হতে পারে না। বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী আমাদের একটি পরিচিতি মাত্র।

আমাদের দেশের যে সব সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও চালু আছে, এসব প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের নিকট কোন মডেল সেট করতে পারছে না। যে কোন সভ্য জাতির একটি নিজস্ব আদর্শ আছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

*মুহাম্মদ বদিউল আলিম, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাতীয় আদর্শ অনুসরণের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হয়। দুঃখের বিষয় হল যে, আমাদের দেশের প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন জাতীয় আদর্শ তুলে ধরতে পারছে না। মুসলমান জাতি হিসাবে ইসলামই আমাদের জাতীয় আদর্শ। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় আদর্শের বিপরীতে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারাকে উৎসাহিত করছে।

বাংলাদেশ এক সময় সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল। আল্লাহ তায়ালা এ অঞ্চলে অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন। আমাদের জনসম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলজ সম্পদ, পানি সম্পদ সবকিছু মজুদ আছে। এখানে বৃষ্টি নিজের ইচ্ছামত আসে, আমাদের পুকুর, নদী-নালা পরিপূর্ণ করে চলে যায়। কারোও এ ব্যাপারে চেষ্টা তদবীর করতে হয় না। আমাদের প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলে। প্রতিটি দানা মাটিতে পড়লে গাছ হয়ে উঠে। তারপরও আমাদের দেশ গরীব। এর একমাত্র কারণ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়ন বিরোধী, উৎপাদনমুখী নয়।

এক সময় পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। বাংলাদেশের শিল্প পণ্য পৃথিবীতে সমাদৃত ছিল। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত। এজন্য বাংলাদেশকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ বলা হতো। এমন দেশে বাস করেও আমরা আজ সবচেয়ে দরিদ্র। বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। ৮৬% ভাগ মানুষ দরিদ্র এবং ৬০% ভাগ দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করে। আমাদের নারী ও যুব সমাজ পুরানো দাস প্রথার মত বিদেশের বাজারে অতি নগণ্য দামে বিক্রি হচ্ছে। দুনিয়ার দেশে দেশে তারা নির্যাতিত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না; বরং আমরা গরীব বলে শুধু হীনমন্যতার জন্ম দিচ্ছে।

মূল্যবোধ ও চরিত্রে এমন ধ্বংস নেমেছে যে, গোটা জাতি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে লিপ্ত। ঘুষ, জালিয়াতি, ধোকা, প্রতারণা, হাইজ্যাক, লুণ্ঠন, ধর্ষণ আমাদের জাতীয় চরিত্র ও কালচারে পরিণত হয়েছে। আমাদের এ অবস্থার জন্য শুধু বিদেশী শোষণ-শাসন দায়ী নয়, বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্দিষ্ট কোন চারিত্রিক মাপকাঠি অনুসরণ করা হয় না। সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে লোক তৈরী করা হচ্ছে না।

কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চরিত্র গঠনের কোন কর্মসূচী নেই। বরং চরিত্র ধ্বংস করার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করছে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে যারা বেরিয়ে আসছে তাদের যোগ্যতা ও কার্যক্রমের উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দেশ চালাচ্ছেন এবং নিম্ন থেকে উর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামো পরিচালনা করছেন, তারা সবাই এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাশ করা। ঘুষ নেয়া এবং দেয়া যদি আমাদের কালচারে পরিণত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিশ্চয়ই শুধু চোর-ডাকাত, ঘুষখোর, সুদখোর, লুটেরা, হাইজ্যাকার ও ধর্ষণকারী তৈরী করা হচ্ছে। অতএব এর দ্বারা প্রমাণ হয়, এ দেশে স্বাধীন দেশের উপযোগী ও জাতীয় আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাবার মত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাশ্চত্যের ধ্যান-ধারণাকে এমনভাবে মহাসত্য বলে গ্রহণ করা হয় যেন ইহা ছাড়া বিকল্প কোন কিছু সত্য হতেই পারে না।

আধুনিক বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে এত বেশী উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেছে যে, আমাদেরকে উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা করলে আমরা ৫০ বছরেরও বেশী পিছিয়ে আছি। আমাদের শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আধুনিক প্রযুক্তি থেকেও আমরা অনেক দূরে । আমাদের জনগণকে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পেছনে রেখে দাস শ্রমিকের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির চাহিদাও মেটাতে পারছে না।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান এত নিম্নস্তরে পৌঁছেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্বের কোথাও প্রতিযোগিতায় টিকে আসতে পারছে না। সেশন জট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। গণতন্ত্রের নামে দলীয় রাজনীতি শিক্ষাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঃ

যেহেতু ট্রাস্ট মনে করে একবিংশ শতাব্দী হবে ইসলাম ও প্রযুক্তির শতাব্দী। এ শতাব্দীর প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করার উপযোগী এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে জগত ও জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণার ভিত্তিতে মানব জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা গড়ে তোলা ও ইসলামের নিজস্ব মডেল অনুযায়ী বিশ্ব পরিচালনার জন্য একদল উচ্চ শিক্ষিত সৎ ও দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করাই আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা ঃ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম একটি ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ইসলামী ও ধর্মীয় বিষয়াদি পড়ানো হয় না; বরং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর বিষয়গুলিও পড়ানো হয়। এখানে যেমন একদিকে শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টি রয়েছে, অপরদিকে মডার্ণ সায়েন্স ও এডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স খোলা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে শরীয়াহ্ ফ্যাকাল্টির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অনুরূপভাবে মডার্ণ সায়েন্স ও এডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিষয়গুলোকে পড়ানোর সময় বিষয়ের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকেও ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী করণের জন্য চিন্তা-গবেষণা করা হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামকে একটি শুধুমাত্র ধর্ম হিসাবে নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে এবং বিশ্ব পরিচালনার একটি মডেল হিসাবে পেশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে শুধু শিক্ষাই অর্জন করবেনা বরং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের লালন করা হবে। পাশ্চাত্যের কুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মূলতঃ গুণে গুণান্বিত করার প্রয়াস চালানো হবে।

টার্গেট সমূহ ঃ

* দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যাপীঠ ও মুসলিম উম্মাহর জন্য জ্ঞান গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
* এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সমসাময়িক বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাবার এবং মুসলিম উম্মাহ্র প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে গবেষণা করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।
* এমন সব ল্যাবের ব্যবস্থা করা হবে, যা উন্নত মানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজন হবে।
* এ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম স্কলার, গবেষক ও চিন্তাবিদদের সমাবেশ করা হবে, যারা মুসলিম উম্মাহ্র চাহিদা মিটানোর জন্য নিয়মিত গবেষণা করবে।
* এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ যে কোন মুসলিম দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেভাবেই শিক্ষার মান উন্নত করা হবে।
* সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র ছাড়াও চীন, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপালসহ প্রভৃতি অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের এখানে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।
* বাংলাদেশকে একটি মডেল আধুনিক রাষ্ট্র বানাবার জন্য উপযুক্ত লোকবল তৈরী করা হবে। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে।

স্থাপনা ও শিক্ষার্থীঃ

প্রতি ডিপার্টমেন্টে ৪০০ জন ছাত্র/ছাত্রী

৭ টি ফ্যাকাল্টি x ৩ টি ডিপার্টমেন্ট	=	২১ ডিপার্টমেন্ট
২১ টি ডিপার্টমেন্ট x ৪০০	=	৮,৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী
ফ্যাকাল্টি বহির্ভূত	=	২,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী
মোট	=	১০,৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী

একাডেমিক ভবন	ঃ	২১ টি
৬০% ছাত্র-ছাত্রী জন্য হোস্টেল বিল্ডিং	ঃ	৩২ টি
(প্রতি ২০০ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১টি হোস্টেল বিল্ডিং)		
ফিমেল একাডেমিক বিল্ডিং	ঃ	২ টি

আবাসন :

৩০০ শিক্ষকের জন্য ডরমেটরী
১০০ শিক্ষক পরিবারের জন্য কোয়ার্টার
২০০ স্টাফের জন্য ডরমেটরী
২৫ স্টাফ পরিবারের জন্য কোয়ার্টার

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ১৫০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিচিতি ও লোকেশনের সুবিধার জন্য আমরা একে নিম্নলিখিত ৬ টি ক্যাম্পাসে ভাগ করে প্রত্যেক ক্যাম্পাসের পৃথক পৃথক মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছি।

১) মধ্য ক্যাম্পাস / আর্টস ফ্যাকাল্টি ঃ

১২ একর জমি নিয়ে এখানে ৮ টি একাডেমিক ভবন তৈরী হচ্ছে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল মসজিদ, প্রধান ক্যাফেটেরিয়া, প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদির জন্য প্রধানত এ ক্যাম্পাসে ৪ টি হোস্টেল বিল্ডিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

২) উত্তর ক্যাম্পাস - (ক) / সায়েন্স ফ্যাকাল্টি ঃ

২০ একর জমির মধ্যে ৫ তলা বিশিষ্ট বড় আকারের একটি একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে অথবা ছোট বিল্ডিং হলেও ৫ তলা বিশিষ্ট করা হবে। এ ক্যাম্পাসেও ৪ টি একাডেমিক বিল্ডিং ও ৪ টি হোস্টেল বিল্ডিং থাকবে। পরে অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

৩) উত্তর-পূর্ব ক্যাম্পাস - (খ) ঃ

এটি হবে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোয়ার্টার হবে। রিক্রিয়েশান ক্লাব, শিশুপার্ক, প্রাইমারী স্কুল, হেলথ সেন্টার, বয়স্ক ও শিশু ক্লাব, মসজিদ, মক্তব, পাঠাগার, সেমিনার হল, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

৪) ছাত্রীদের ক্যাম্পাস ঃ

১০ টি একাডেমিক বিল্ডিং ও ২০ টি ছোট বড় হোস্টেল ভবন করা হবে। এখানে ছাত্রীদের জন্য জিমনেসিয়াম, খেলাধুলার ব্যবস্থা, সেমিনার হল, লাইব্রেরী, পাঠাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

৫) দক্ষিণ ক্যাম্পাস - (ক) ঃ

রেল লাইনের পূর্বে দিকে ছাত্রদের জন্য ৫টি হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হবে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টার, তাদের শিশুদের জন্য পার্ক সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকবে। টিলার উপরে প্রয়োজনে আরও একাডেমিক ও হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে।

৬) দক্ষিণ ক্যাম্পাস - (খ) কালচারাল জোন ঃ

মহিলা ক্যাম্পাসের পরে একটি স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স করা হবে। পাহাড়ের নীচে খেলার মাঠ হবে। পাহাড়ের গায়ে গ্যালারি তৈরী করা হবে। এর দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে বড় আকারে একটি সরোবর বা দীঘী করা হবে যার চতুর্দিক থেকে রাস্তার ব্যবস্থা থাকবে।

রাস্তা ব্যবস্থাপনা ঃ

ক্যাম্পাসের আভ্যন্তরীণ রোড প্ল্যানিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শতাব্দীর চাহিদা মিটাতে রাস্তা বড় করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। একই সাথে ট্রাফিক মূভমেন্ট খেয়াল রাখতে হবে। ক্যাম্পাসে ঢোকার পর হতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, পার্ক ইত্যাদি সময়ের চাহিদার মানে তৈরী করতে হবে। ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বাইরের ৩ টি রাস্তাকে ডাবল ওয়ে করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরের রাস্তাও চওড়া করতে হবে।

সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসের বাইরে চতুর্দিকে খুবই প্রসস্থভাবে একটি Outer Circular Road করা হবে। পশ্চিম প্রান্তে রেল লাইনের ৬৫ ফুট ভিতরে রাস্তাটি তৈরী করতে হবে। পশ্চিম দিকে বর্তমান রেল লাইনের দেয়াল মেপে রাস্তা তৈরী করতে হবে। এ ক্যাম্পাসে থেকে মধ্য ক্যাম্পাসে যাতায়াত করার জন্য এটিই হবে প্রধান রাস্তা। কালক্রমে এটিকে ডাবল করার অপশন রাখতে হবে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ঃ

ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সার্কুলার রোডে বিদ্যুৎ পোল স্থাপন করতে হবে এবং ওভারহেড লাইন দিয়ে সমগ্র ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হবে। প্রত্যেক বিদ্যুৎ পোল থেকে প্রতি বিল্ডিং এ আন্ডার গ্রাউন্ড বিদ্যুৎ লাইন দেয়া হবে। বিল্ডিং থেকেই নিকটবর্তী সড়কে লাইটের ব্যবস্থা করা হবে। ক্যাম্পাসের মধ্যখানে লাইট পোস্ট না দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক ক্যাম্পাসে বিদ্যুতের এক একটি সাব-স্টেশন তৈরী করা যেতে পারে। এতে বিদ্যুৎ লাইনের খরচ কম পড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস একদিকে যেমন স্যাটেলাইট শহর হবে। তেমনি মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন, মাছ-গোশ্তসহ তরী-তরকারী হতে সবকিছু এখানে পাওয়া যাবে। চিকিৎসার জন্য বা কোন কিছু ক্রয় -বিক্রয়ের জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে হবে না।

অপরদিকে এটি হবে একটি ইন্টারনেট সিটি অর্থাৎ এ এলাকার প্রত্যেক বিল্ডিং এ ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা হবে। সকল প্রকার ইলিকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ক্যাম্পাসে রেডিও, টিভি ব্রডকাস্টিং করার সেন্টার করারও পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য অতিসত্বর মাল্টিমিডিয়া স্টাডিজ নামে একটি ডিপার্টমেন্ট খোলা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ঃ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম যেহেতু একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, জনগণের অনুদান দিয়েই গড়ে তুলতে হবে সেহেতু এর আকার যথাসম্ভব ছোট রাখতে হবে। তবে যাতে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার প্রয়োজনকেও সামনে রাখতে হবে। এ জন্য কমিটি মনে করে কমপক্ষে ১৫০ একর জমি খরিদ করা প্রয়োজন। জমি পাহাড়ী, সমতল এবং অসমতল হওয়ার কারণে জমির সব অংশ বিল্ডিং এর কাজে ব্যবহার হবে না। সুতরাং পাহাড় সমতল মিলে ১৫০ একর জমি ক্রয় করতে হবে। সরকারী, বেসরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের ফলে দিন দিন জমির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উল্লেখিত অর্থ জোগাড় করতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ক্রয় যেমন বড় সমস্যা তেমনি এর ক্যাম্পাস গড়ে তোলা এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরী করা আরো বড় সমস্যা। এই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধানত টার্গেটকৃত ১৫-২০ হাজার লোকের পানির ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, গ্যাসের ব্যবস্থা, টেলিফোনের ব্যবস্থা, ইন্টারনেট কানেকশন, মিডিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ডাকঘর স্থাপন, ব্যাংক স্থাপন, খেলাধুলার মাঠ তৈরী, ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদনের জন্য পার্ক-লেক তৈরী ইত্যাদি বিপুল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা অতিশয় কঠিন কাজ। কমিটি এই ক্যাম্পাসকে একটি ইন্টারনেট সিটি হিসেবে Satellite প্রযুক্তিসহ যাবতীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে একথা ঠিক যে, এক বছর বা দুই বছরের মধ্যে এটা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর জন্য পর্যায়ক্রমে আরো সময় প্রয়োজন হবে। ২০২০ সালের মধ্যে আমাদেরকে টার্গেটে পৌঁছাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় মূল শহর থেকে ২০ কি.মি. দুরে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের প্রধান রেল লাইন ও প্রধান সড়ক এশিয়ান হাইওয়ে, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর সুবিধা প্রাপ্ত। এদিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান খুবই সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। কিন্তু এশিয়ান হাইওয়ে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পর্যন্ত ৩ টি রাস্তা আছে। ৩ টি রাস্তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তবে প্রধান যোগাযোগ রাস্তাটি ইট-সলিং করা হয়েছে তবে কার্পেটিং করা সম্ভব হয়নি। অতিসত্বর বিশ্ববিদ্যালয়কে রাস্তাটির কার্পেটিং এর কাজ শেষ করতে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ টি ক্যাম্পাসকে সংযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন প্রকার রাস্তা এখনই তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে কাতার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সড়কটির কাজ এ বছরের মধ্যেই শুরু করা

দরকার। এছাড়া মধ্য ক্যাম্পাসে সব রাস্তা, ড্রেনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, রাস্তার সাথে সাথে এসব কাজও এ বছরেই শেষ করতে হবে। এই জন্য আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন ডিভিশন রাস্তাসমুহের কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রেলযোগে যাতায়াত সুবিধার জন্য একটি Cottage Station বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে তৈরী করতে হবে। উল্লেখ্য রেল কর্তৃপক্ষ এর জন্য অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছে। এমনকি রেল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হলে একটি পৃথক রেল গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাড়া দিতে রাজি আছে। এজন্য ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রয়োজন ।

ক্যাম্পাসের মাঝখানে লেক ঃ

ক্যাম্পাসের প্রায় মধ্যখানে প্রবাহিত পূর্ব পশ্চিমের প্রলম্বিত কুমিরা খালটির উন্নয়ন সম্প্রসারণ করা খুবই জরুরী। এই খালের মধ্যে স্লুইস গেইট তৈরী করতে হবে। খুব বড় আকারের একটি জলাধার হবে এবং সম্পূর্ণ খালটি একটি লেকে পরিণত হবে। এতে নিম্নলিখিত ৩ টি উপযোগিতা পাওয়া যাবেঃ

ক. Surface Water Plant তৈরী করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত টিউবওয়েলগুলির পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যাবে।

খ. লেকের দুই পার্শ্বে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদনের জন্য পার্ক তৈরী করা যাবে।

গ. এই জলাধার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াকে শীতল ও স্বাস্থ্যকর রাখবে।

জলাধার ঃ

মহিলা ক্যাম্পাসের দক্ষিণ দিকে অপর একটি জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব আছে। এই জলাধার নির্মাণে ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে। নির্মল পরিবেশ গড়ে উঠবে। কর্তৃপক্ষ মনে করলে মৎস চাষ করতে পারবে। এর চতুপার্শ্বে মহিলা ক্যাম্পাসে মহিলাদের শরীরচর্চার জন্য পৃথক একটি শরীরচর্চা মাঠ তৈরী করা হবে। মহিলা ক্যাম্পাসের এই উন্নয়নের জন্য প্রায় ৩০ (ত্রিশ) একর জমি ক্রয় করতে হবে। গড়ে প্রতি একর জমি ১২.৫০ (সাড়ে বার) লক্ষ টাকা করে লাগবে।

হেরিটেইজ জোনঃ

দক্ষিণ ক্যাম্পাসের রেল লাইন ক্রস করে প্রবেশের সময় প্রথম যে টিলাটি আছে এর অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই টিলাকে রং বেরং এর গাছ দিয়ে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন করা হলে ক্যাম্পাস দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে। এই পাহাড়ের উপরে আমাদের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী একটি ইসলামী হেরিটেজ লাইব্রেরী, একটি কনফারেন্স হল, একটি রেস্ট হাউস এবং আরও কয়েকটি কটেজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। যেহেতু টিলাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথে এবং অনেকটা মধ্যখানে অবস্থিত এজন্য এই টিলাকে সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে তৈরী করতে হবে।

হাটহাজারী সীতাকুন্ড রোড ধরে পূর্বদিকে আরও কমপক্ষে ২ টি সরোবর করার চেষ্টা করা হবে। এ রাস্তার পার্শ্বে ওয়ার্কশপ, গ্যারেজ, তেলের পাম্প, কবরস্থান ইত্যাদি করার চেষ্টা থাকবে। এখানে উপযুক্ত জায়গায় একটি ছোট হাট জমাবার চেষ্ঠা করা হবে। মাছ-গোস্তসহ নিত্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

অপটিক্যাল ফাইবার বা সাবমেরিন ক্যাবল ঃ

সমগ্র ক্যাম্পাসকে অপটিক্যাল ফাইবার বা সাবমেরিন ক্যাবলের আওতায় আনার জন্য মাষ্টার প্ল্যান করতে হবে। এমনভাবে এ প্ল্যান তৈরী করতে হবে যাতে প্রত্যেক ভবনে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য আধুনিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা যায়।

কবরস্থান ঃ

মানুষের মৃত্যু অবধারিত। এ জন্য কবরস্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ক্যাম্পাসের পূর্বদিকে যে কোন পাহাড়কে কেন্দ্রকরে কবরস্থান গড়ে তোলা হবে। সাথে জানাজার নামাজ পড়ার ব্যবস্থা, অজু পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ক্যাম্পাসের ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ঃ

ক্যাম্পাসের ময়লা আবর্জনার জন্য একটি আধুনিক ডিপো ও চুল্লি প্রস্তুত করতে হবে। এর সাথে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা, জ্বালানি হিসাবে বায়োগ্যাসের পরিকল্পনা রাখতে হবে। অনেক খরচ সাশ্রয় হবে। এর জন্য মাষ্টার প্ল্যানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কমিউনিটি সেন্টার / ক্লাব / পাঠাগার ঃ

২০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টার ও তরুণদের জন্য কমিউনিটি ক্লাব, শরীরচর্চা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির জন্য কমিউনিটি সেন্টার এবং খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য ক্লাব অতিশয় জরুরী। মাস্টার প্ল্যানে এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কুমিরা খালের উত্তর পার্শ্বে আমাদের উত্তর ক্যাম্পাসের এবং আবাসিক এলাকা সংলগ্ন জমিতে ব্যবস্থা করা হবে। সাথে শিশু পার্ক ও শিশুদের Outdoor খেলার জন্য ব্যবস্থা রাখা হবে।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ঃ

আধুনিক ক্যাম্পাস পরিকল্পনায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও গাড়ীর চলাচলের ব্যবস্থা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে ১০০০-১৫০০ গাড়ীর চলাচল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অতএব সেভাবে রাস্তার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স ঃ

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এবং আন্তদেশীয় খেলাধুলার জন্য মহিলা ক্যাম্পাসের দক্ষিণ দিকে একটি খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা হবে। নিচের সমতল ভূমিকে মাঠ ও তিন পার্শ্বের পাহাড়কে দর্শক গ্যালারী হিসাবে গড়ে তোলা হবে। স্টেডিয়ামের সাথে বিভিন্ন রাস্তার সংযোগ দেয়া হবে।

একইভাবে মহিলাদের খেলাধুলার ভিন্নভাবে ব্যবস্থা করা হবে। বিশেষ করে মহিলা ক্যাম্পাসের ভিতরেই তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। তাদের শরীরচর্চা, ব্যায়ামের ব্যবস্থা রাখা হবে। মহিলাদের জন্য পৃথক রিক্রিয়েশন ক্লাব, জিমনেসিয়াম ও সেমিনার হল করা হবে।

সরোবর বা দীঘি ঃ

ক্যাম্পাসের পূর্ব অথবা দক্ষিণ দিকে এক বা একাধিক বিরাট আকারের জলাধার বা দীঘি প্রস্তুত করা হবে। ক্যাম্পাসে পানি সংযোগ ছাড়াও বিনোদন কেন্দ্র ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি খুবই জরুরী। দুই পাহাড়ের মধ্যখানে বাঁধ দিয়ে সহজে এ সরোবর প্রস্তুত করা যাবে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু আয়ের উৎস হতে পারে।

পানি ব্যবস্থাপনা ঃ

কুমিরা খালের সংরক্ষিত পানিতে অথবা প্রস্তাবিত সরোবরে Surface Water Plant করে সমগ্র ক্যাম্পাসে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক ক্যাম্পাসে কমপক্ষে একটি করে ডিপটিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। সমগ্র ক্যাম্পাসে পানি সরবরাহের লাইন বসানো বিরাট ব্যয়বহুল প্রজেক্ট। প্রত্যেক ক্যাম্পাসে ২টি করে মোট ১২টি Water Tank তৈরী করা হবে। একটি ব্যবহারিক পানির জন্য, অপর একটি পানীয় জলের জন্য করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের Purified পানি সরবরাহ করার জন্য বড় আকারে Water Purification Plant তৈরী করা হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা একটি পৃথক মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হবে।

শপিং ব্যবস্থাপনা ঃ

ক্যাম্পাসের যে কোন একটি উপযুক্ত জায়গায় Shopping Center তৈরী করা হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মাছ-গোস্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এ ছাড়া প্রত্যেক ক্যাম্পাসে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা নির্ধারিত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ ঃ

প্রত্যেক ক্যাম্পাসের একটি করে এবাদতখানা, তার সাথে নূরানী মক্তব ও পাঠাগারের ব্যবস্থা করা হবে। এখানে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

গাড়ী পার্কিং ও মেরামত ঃ

স্যাটেলাইট শহর পরিকল্পনার আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী পার্কিং ও মেরামত করার জন্য ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করা হবে। সাথে ফুয়েল ফিলিং স্টেশন করার সুযোগ রাখতে হবে। ২০২০ সালের প্রয়োজনকে সামনে রেখে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ওয়ার্কসপ যথাসম্ভব ক্যাম্পাস থেকে দূরে রাখতে হবে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পনায়

এটিকে পূর্ব ক্যাম্পাসে অর্থাৎ মডার্ণ ব্রিক্সের পূর্ব দিকে করার চিন্তা করা হচ্ছে।

স্থায়ী সিটি ক্যাম্পাস বিল্ডিং নির্মাণ ঃ

বর্তমানে ৬টি বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে অস্থায়ীভাবে সিটি ক্যাম্পাসের কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম শহরে ১ একর জায়গার উপর IIUC কমপ্লেক্স নির্মাণ করে IIUC-র সকল কার্যক্রম এই একটি কমপ্লেক্সের মধ্যে নিয়ে আসা হবে।

ঢাকা ক্যাম্পাস-এর বিল্ডিং নির্মাণ ঃ

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাস ধানমন্ডি এলাকায় ৪টি ভাড়া করা বিল্ডিং এ অস্থায়ীভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১ বিঘা জায়গায় স্থায়ী ক্যাম্পাস বিল্ডিং নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

'ভিশন টুয়েন্টি টুয়েন্টি' অর্থ আগামী দুই হাজার বিশ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে কতদূর কি অবস্থায় উন্নয়ন করা হবে তার একটি পরিকল্পনা তথা রোডম্যাপ। আগামী ২০২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নয়ন বা অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটি টার্গেট স্থির করা হয়েছে। আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সবদিক দিয়ে টার্গেটে পৌছানো। এখন হতে আমাদের প্রত্যেক ফ্যাকাল্টি, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনগুলো আগামী ২০২০ সালের টার্গেটে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত টার্গেটে পৌছার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করবে। এ রোডম্যাপ ধরে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদেরকে আমাদের অগ্রগতির রিপোর্ট দেয়া অব্যাহত থাকবে। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের পরে আগামী প্রজন্ম এ রোডম্যাপ ধরে টার্গেটে পৌছার চিন্তা করবে।

IIUC: স্বপ্ন থেকে বাস্তবতা

আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ*

স্বপ্ন যেভাবে শুরু

বৃটিশ আধিপত্যমুক্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে বীরপ্রসূ চট্টলার কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিনি সরকারের কাছ থেকে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাড়ে, দেয়াং পাহাড়কে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জায়গা বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। সেখানে পাহাড়ের গহীনে, গ্রামের সরল সহজ মানুষদের মাঝে একটা আশা ও স্বপ্নের জাল তিনি বুনেছিলেন। কিন্তু, তাঁর স্বপ্ন সফল হয়নি। এরজন্য কাউকে দায়ী করা না হলেও একথাটি অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, সে সময় উদ্যোক্তাদের মাঝে উদ্যোগ, আগ্রহ, ঐকান্তিকতার ঘাটতি ছিলনা কিন্তু সাংগঠনিক ভিত্তি ও শক্তি না থাকায় সে স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি।

এরপর অবশ্য বহুবারই বহু সেমিনারে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এ বিষয়টি মাঝে মাঝে আলোচিত হয়েছে কিন্তু তা কখনোই খুব বেশী জোরদার হয়ে উঠেনি।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে এক যুগান্তকারী আইন প্রণয়ন করে দেশ ও জাতিগঠনে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম, উন্নত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে। এই আইনটি ছিল '*Private University Act, 1992*'। এই আইন করার সাথে সাথে রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

এ সময়ে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী "ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম" উদ্যোগী হয় মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ নতুন একটি স্বপ্নে বিভোর হন। তারা চট্টগ্রামে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নেন।

স্বপ্ন যত সহজ বাস্তবতা ততই কঠিন

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের জ্ঞানীগুণী, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী শিক্ষাবিদদের সাথে মতবিনিময় সভা আহবান করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর এ জাতীয় উদ্যোগকে অনেকটা তাচ্ছিল্য ভরে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর একটি বড় কারণ ইসলামী সমাজ কল্যাণের হাতে ইতোপূর্বে এত বড় কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি।

সকল বিবেচনায় উদ্যোগ (entrepreneurship) সব সময়ই একটি ভিন্ন বিষয়। যার কারণে সমাজ কল্যাণের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের প্রধান মুহাম্মদ বদিউল আলিম অসম সাহসিকতার সাথে উদ্যোগ ও উদ্যমের মাধ্যমে এক নতুন স্বপ্নের দিকে সবাইকে এগিয়ে নিলেন।

অবশেষে ১৭ জন উদ্যোক্তা সদস্য নিয়ে গড়ে উঠলো 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট' যার প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বায়তুশ শরফ এর মরহুম পীর হযরত মাওলানা শাহ্ আব্দুল জব্বার সাহেব, সহ-সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি জনাব মাওলানা শামসুদ্দিন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম প্রিন্সিপাল এ.এ. রেজাউল করিম, সেক্রেটারী হলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলিম। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব নিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান। এভাবেই শুরু হলো নতুন এক স্বপ্ন, আশা-নিরাশার দোলায় ভর করে শুরু হলো নতুন এক যাত্রা, এক প্রত্যয়দীপ্ত পথ চলা।

স্বপ্নের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও উদ্যোক্তাগণ দেশে তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ১২টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপর ৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরেকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সংযোজনের জন্য স্বপ্ন দেখেননি কিংবা উদ্যোগ নেননি।

**আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ*, ডিরেক্টর, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন

তাদের স্বপ্ন ছিল- একটি পরিপূর্ণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যার জন্য পাকিস্তান আমল থেকে দেশের ইসলাম প্রিয় মানুষ বারবার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। বিদ্যমান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া দেশের মানুষের আশা-ভরসার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হওয়াও ছিল এর আরেকটি প্রেক্ষাপট। বিশ্বব্যাপী "জ্ঞানের ইসলামীকরণ" কেন্দ্রিক যে প্রয়াস তার সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মুক্তকরণ, সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং এর মধ্য দিয়ে "গুণগত উৎকর্ষের সাথে নৈতিকতার সম্মিলন" ঘটিয়ে একদল ভবিষ্যত কারিগর তৈরী করার স্বপ্ন লালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ের শুভার্থীমহল।

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীলগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সফর করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া (IIUM), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ, পাকিস্তান (IIUI, Pakistan) কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় ও মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ মডেল হিসেবে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়াকে গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া (IIUM) ছিল ১৯৭৭ সালে ও.আই.সি'র শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ৪টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। মুসলিম বিশ্বের সকল দেশ থেকে বাছাই করে তরুণ-তরুণীদেরকে উম্মাহর ভবিষ্যত প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলা ছিল এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য। IIUM-এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মধ্য দিয়ে এশিয়ার একটি উন্নয়নগামী দেশ মালয়েশিয়া স্বল্প সময়ের মাঝে হয়ে দাঁড়ালো মুসলিম দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নতুন কেন্দ্র হিসেবে। বিগত কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে মুসলিম দেশ সমূহের যেসব তরুণগণ IIUM থেকে পড়ালেখা শেষ করে দেশে ফিরে গেছে তারা স্ব স্ব দেশে মন্ত্রী, এম.পি এবং সরকারের বড় বড় দায়িত্বে থেকে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সেবা করে যাচ্ছেন। IIUC-র উদ্যোক্তাগণ এ বিষয়টিকে তাদের স্বপ্নের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তারা স্বপ্ন দেখছেন- এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটি হবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বুকে গড়ে ওঠা এক অনন্য বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র যা তরুণ-তরুণীদের মাঝে নতুন মানুষের জন্ম দেবে, যে মানুষ হবে দুনিয়ার সেরা জ্ঞানী, সত্যের একনিষ্ঠ ধারক, সমাজের অপরিহার্য নেতা এবং একজন যোগ্য নাগরিক।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে তিনটি অনুষদ, ৩টি বিভাগ, ৪৩ জন ছাত্র এবং অল্প কয়েকজন সার্বক্ষণিক শিক্ষক নিয়ে শহরের একটি দোতলা ভাড়া বাড়িতে। একটি মাত্র কম্পিউটার দিয়ে শুরু হয় কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ।

স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়টি হওয়ার কথা- নতুন নতুন অনুষদ ও বিভাগ সমৃদ্ধ, একটি বড়সড় (আপাতত: ২০০ একর) ক্যাম্পাস জুড়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দালানকোঠায় সাজানো, কমপক্ষে ১০,০০০ (দশ হাজার) ছাত্র-ছাত্রীর কলকাকলীতে মুখর, সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মমুখর উপস্থিতিতে ঋদ্ধ একটি চমৎকার জ্ঞান ও পূণ্য তীর্থ। এ বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনা হবে দেশী-বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণের বিষয়। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধূলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও মানবিক বিকাশের প্রাণময়তা থাকবে এখানে।

পায়ে পায়ে এত দূর ...

সেই যে পথ চলা শুরু আমাদের, তা আজও চলছে অব্যাহত গতিতে। আমরা, IIUC পরিবার চলছি লক্ষ্যপানে, সুস্থির পদক্ষেপে, বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। পিছনের দিকে তাকালে মনে হয়- বেশতো আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি! আর সামনে চোখ রাখলে মনে হয়- মঞ্জিল বহুদূর, বহুদূর...! পথ যে এখনো বাকী....!

মানুষের স্বপ্ন সবসময়ই তার সাধ্যের চেয়ে বড় হয়, কিন্তু চেষ্টা, আন্তরিকতা ও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রায় সকল স্বপ্নকেই প্রাপ্তির স্বাদ এনে দেয়। আমাদের স্বপ্নের IIUC আজ হয়তো বহুদূরের মঞ্জিল কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি একদিন এ বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার জন্য উচ্চ শিক্ষার একটি Centre of Excellence এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেবে ইন্‌শাআল্লাহ।

১০ম বছর পূর্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান

মুহাম্মদ বদিউল আলিম*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯২ সাল হতে। কিন্তু এর অনুমোদন লাভ ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। এ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করার এক যুগ পূর্তি হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার দশম বছর পূর্তি হতে চলেছে। একাডেমিক ও প্রশাসনিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে নি:সন্দেহভাবে প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী হিসাবে ট্রাস্টের পক্ষ হতে আমি প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছি। এখন আমি প্রধান ভূমিকা পালনের দায়িত্বটা অন্য যে কোন একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের উপর ছেড়ে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি। এ সুদীর্ঘ এক যুগের কর্মপ্রচেষ্টায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন অবস্থায় রেখে যাচ্ছি অথবা এ দশম বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কোন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল দেশী-বিদেশী সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রিয় দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে চাই।

- ▣ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫
- ▣ মোট ফ্যাকাল্টি সংখ্যা ঃ ৫টি
- ▣ মোট ডিপার্টমেন্ট সংখ্যা ঃ ৭ টি

1. Faculty of Modern Sciences

- ▣ *Dept. of Computer Science & Engineering (CSE)*
- ▣ Dept. of Computer & Communication Engineering (CCE)

Degree :

- ▣ Bachelor of Science in Computer Science and Engineering
- ▣ Bachelor of Science in Computer and Communication Engineering
- ▣ Diploma in Computer Science

2. Faculty of Administrative Sciences

- ▣ Dept. Business Administration (DBA)

Degree :

- ▣ Bachelor of Business Administration (BBA)
- ▣ Master of Business Administration (Full-time MBA)
- ▣ Master of Business Administration (MBA evening course)
- ▣ Master of Bank Management (MBM evening course)

3. Faculty of Shari`ah & Islamic Studies

- ▣ Dept. of Qur`anic Sciences and Islamic Studies
- ▣ Dept. of Da`wah and Islamic Studies

Degree :

- ▣ Bachelor of Arts (Hons.) in Qur`anic Sciences and Islamic Studies
- ▣ Bachelor of Arts (Hons.) in Da`wah and Islamic Studies
- ▣ Master of Arts in Qur`anic Sciences and Islamic Studies
- ▣ Master of Arts in Da`wah and Islamic Studies

*মুহাম্মদ বদিউল আলিম, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট

4. **Faculty of Arts & Humanities**
   - ▣ Dept. of English Language & Literature (ELL)

   Degree :
   - ▣ Bachelor of Arts (Hons.) in English Language & Literature
   - ▣ Diploma in Communicative English
   - ▣ Masters in English Language & Literature (Preliminary & Final)

5. **Faculty of Law**
   - ▣ Dept. of Law

   Degree :
   - ▣ Bachelor of Law

♦ এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত কতিপয় **Institute :**

1. **Arabic Language Institute (ALI)**

   Degree :
   - ▣ Diploma in Arabic Language
   - ▣ Senior Certificate Course in Arabic Language
   - ▣ Junior Certificate Course in Arabic Language
   - ▣ Elementary Course in Arabic Language

2. **English Language Institute (ELI)**

   Degree :
   - ▣ Certificate Course in English

3. **Centre for University Requirement Courses (CENURC)**
4. **Institute of Center for Comparative Political Economy (CCPE)**
5. **Islamization Committee**
   - ▣ **Islamization of Knowledge**
   - ▣ **Islamization of Environment**

▣ **শিক্ষক পরিসংখ্যান**

▣ মোট শিক্ষক	ঃ	২৭৫ জন
▣ সার্বক্ষণিক শিক্ষক	ঃ	১৮০ জন
▣ খন্ডকালীন শিক্ষক	ঃ	৯৫ জন
▣ ভিজিটিং শিক্ষক	ঃ	০২ জন
▣ বিদেশী শিক্ষক	ঃ	০২ জন
▣ PhD ডিগ্রিধারী শিক্ষক	ঃ	৪৫ জন
▣ বিদেশী ডিগ্রিধারী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক (MPhil, MS)	ঃ	০৮ জন
▣ শিক্ষা-ছুটি নিয়ে বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষক	ঃ	২৪ জন

▣ **লাইব্রেরী পরিচিতি**
- ▣ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী
- ▣ সর্বমোট বই সংখ্যা ঃ ৬০,০০০ (প্রায়)
- ▣ **Facility**

  (i) ছাত্র-ছাত্রীদের Reading Room (ii) শিক্ষকদের Reading Room

▣ সেমিনার লাইব্রেরী

- ▣ প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ১টি করে সেমিনার লাইব্রেরী আছে।
- ▣ সিটি ক্যাম্পাসে মোট সেমিনার লাইব্রেরী সংখ্যা ৬টি।
- ▣ কুমিরা স্থায়ী ক্যাম্পাসে সেমিনার লাইব্রেরী সংখ্যা ৩টি।
- ▣ ঢাকা ক্যাম্পাসে সেমিনার লাইব্রেরী সংখ্যা ৩টি।

▣ ল্যাব পরিচিতি

০১. সিটি ক্যাম্পাস

▣ Dept. of Computer Science & Engineering (CSE)

			Number
1.	Computer Lab	-	6
2.	Internet Lab	-	1
3.	VLSI Lab	-	1
4.	Hardware Lab	-	1
5.	Networking Lab	-	1
6.	Thesis Lab	-	1

▣ Dept. of Computer & Communication Engineering (CCE)

			Number
1.	Computer Lab	-	2
2.	Physics Lab	-	1
3.	Electronics Lab	-	1
4.	Telecommunication Lab	-	1

▣ Dept. of Business Administration (DBA)

1.	Computer Lab	-	1

▣ Dept. of English Language & Literature (ELL)

1.	Computer Lab	-	1

▣ Dept. of Qur`anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)

1.	Computer Lab	-	1

▣ Dept. of Da`wah and Islamic Studies (DIS)

1.	Computer Lab	-	1

▣ Female Campus

1.	Computer Lab	-	3

০২. স্থায়ী ক্যাম্পাস

▣ Dept. of Computer Science & Engineering (CSE)

			Number
1.	Computer Lab	-	3
2.	Internet Lab	-	1
3.	VLSI Lab	-	1
4.	Hardware Lab	-	1
5.	Networking Lab	-	1
6.	Thesis Lab	-	1

- **Dept. of Qur`anic Sciences and Islamic Studies (QSIS)**
  1. Computer Lab - 1
- **Dept. of Da`wah and Islamic Studies (DIS)**
  1. Computer Lab - 1
- **Faculty of Law**
  1. Computer Lab - 1

০৩. ঢাকা ক্যাম্পাস

- **Dept. of Computer Science & Engineering(CSE)**

			Number
1.	Computer Lab	-	2
2.	Internet Lab	-	1
3.	VLSI Lab	-	1
4.	Hardware Lab	-	1
5.	Networking Lab	-	1
6.	Thesis Lab	-	1

- **Dept. of Business Administration (DBA)**
  1. Computer Lab - 1
- **Female Campus**
  1. Computer Lab - 3

- বিল্ডিং সংখ্যা

০১. সিটি ক্যাম্পাস

		Number
Administrative Building	-	1
Trust Administrative Building	-	1
Modern Science Faculty Building	-	1
Administrative Science Faculty Building	-	1
Arts Faculty Building	-	1
Female Campus Building	-	1
Service Center Building	-	1

০২. স্থায়ী ক্যাম্পাস

Administrative Building	-	2
Academic Building	-	3
Modern Science Faculty Building	-	1
Library Building	-	1
Substation Building	-	1
Female Campus Building	-	1
Service Center Building	-	1
Dormitory Building	-	1

০৩. ঢাকা ক্যাম্পাস

Administrative Building	-	1
Modern Science Faculty Building	-	1
Administrative Science Faculty Building	-	1
Female Campus Building	-	1

- **Internet Facility :**
  - প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রী ইন্টারনেট সার্ভিস।
  - প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তাদের জন্য ফ্রী ইন্টারনেট সার্ভিস।
  - কুমিরা স্থায়ী ক্যামপাসে **Radio Link** এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রী ইন্টারনেট সার্ভিস।

- **Telephone Facility :**
  - প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টেলিফোন সার্ভিস দেয়া হয়।
  - প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তার জন্য টেলিফোন সার্ভিস
  - Telephone Exchange - 3
  - Total Telephone - 13

- **Transport Facility :**
  - সিটি ক্যাম্পাস থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাতায়াতের জন্য নিজস্ব বাস এবং মাইক্রোবাস।
  - ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, ট্রাস্ট সেক্রেটারী ও বিদেশ বিভাগের জন্য সার্বক্ষণিক গাড়ীর ব্যবস্থা।

- **Conference Room :**
  - বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রীয় কনফারেন্স রুম আছে। এ ছাড়া প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সাথে ছোট আকারের কনফারেন্স রুম আছে।

- **হোস্টেল বিল্ডিং**

০১. **সিটি ক্যাম্পাস**
  - ছাত্র হোস্টেল - ৪টি
  - ছাত্রী হোস্টেল - ১টি

০২. **স্থায়ী ক্যাম্পাস**
  - ছাত্র হোস্টেল - ৪টি
  - ছাত্রী হোস্টেল - ১টি

০৩. **ঢাকা ক্যাম্পাস**
  - ছাত্র হোস্টেল - ২টি

(Cost subsidized)

- **ডিপার্টমেন্ট পরিচিতি**
  - প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাস রুম
  - সেমিনার লাইব্রেরী
  - প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে প্রয়োজনীয় ল্যাব
  - Teachers' Common Room
  - ডীন ও হেডদের জন্য পৃথক পৃথক অফিস
  - ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Common Room / Reading Room
  - ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কেন্টিন।
  - মেডিকেল সেন্টার- এ সার্বক্ষণিক ডাক্তার।

- **বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমূহঃ**
  - Executive Council (Syndicate)
  - Academic Council
  - Finance Committee
  - Student & Staff Development Committee
  - Examination Committee
  - Course & Curriculum Committee
  - Engineering & Construction Committee
  - Disciplinary Committee
  - Selection Committees
  - Purchase & Procurement Committee

- সরকার কর্তৃক গঠিত ৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণয় কমিটির নির্ধারিত মান অনুযায়ী ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম 'এ' ক্যাটাগরিতে ১ নম্বর পজিশনে রয়েছে।
- মডার্ণ সায়েন্স ফ্যাকাল্টির কম্পিউটার এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট IEB -এর Recognition পাওয়ায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ এবং বিদেশে প্রকৌশলী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট এর ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।
- এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- বর্তমানে ট্রাস্টের অন্যতম প্রজেক্ট হিসাবে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে যা আগামী বছরের প্রথম দিকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী আয় বৃদ্ধির জন্য আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২০ কাঠা জমি ক্রয় চূড়ান্ত করে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। একটি ১৬ তলা বিল্ডিং প্রজেক্ট Islamic Development Bank নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে ১৯১২.৯ শতক জমি ক্রয় সম্পূর্ণ করে রেজিস্ট্রেশনের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ৮১৬.৫৮ শতক জমি বায়নানামা সম্পাদন করা হয়েছে।
- প্রায় ১৫০০-২০০০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অডিটরিয়াম বিল্ডিং এর কাজ প্রায় ৮০% সমাপ্ত করা হয়েছে।
- একটি ভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- একটি বিশাল সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে। এতে ২০০-২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে।
- মহিলা ক্যাম্পাসের পরিত্যক্ত বিল্ডিংটিতে ৭/৮ জন শিক্ষকের সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।
- Planning and Development Division এর একটি নিজস্ব ভবন প্রায় সমাপ্ত করা হয়েছে।
- একটি মনোরম ডিজাইন সম্পন্ন সাব-ষ্টেশন ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে চালু করা হয়েছে। এখান থেকে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ প্রদান করে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিশাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা এবং এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে যোগাযোগের জন্য খালের উপর একটি আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ চলছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ মুখে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ একটি বিশাল গেইট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

ACADEMIC DEVELOPMENT OF IIUC

Farid Ahammad Sobhani*

Private Universities have been growing in Bangladesh in the backdrop of a dismal academic scenario in the existing Public Universities. Frequent student unrest, involvement of teachers and students in ill politics, lack of devotion to studies among the students, unscheduled university vacation have been responsible to pollute the academic environment of the Public Universities resulting in deterioration in the standard of the university education. The failure of these universities to maintain their academic schedules caused untold sufferings to the students and their families. In view of the above situation, many students of the affluent families were compelled to go abroad for higher studies. The aversion of students to systematic study hindered the national efforts to create highly skilled manpower by means of quality university education. The nation had to bear irreparable loss owing to this gradual deterioration in the academic atmosphere of the Public Universities.

Thirteen (13) years ago, a group of intellectuals approached the Government to permit the establishment of non-government Universities like many other developed and developing countries and submitted their proposal in details to the University Grants Commission (UGC) under the Ministry of Education of the Government of the People's Republic of Bangladesh. The Commission, after a thorough scrutiny, agreed to the rationale of setting-up private universities in the country. Based on recommendation of UGC, the Govt. enacted the 'Private University Act- 1992'. As per the provision of this Act, 53 Private Universities are established in the country till to date.

International Islamic University (IIUC) was established in 1995 under the initiative of a group of intellectuals, educationists and Islamic thinkers aiming at creating and disseminating knowledge with Islamic morality. It is a non-profit professional institution administered by a Government-approved trust – Islamic University Chittagong Trust (IUCT), whose membership includes a number of intellectuals, educationists and Islamic scholars from home and abroad.

IIUC is presently maintaining its temporary campus at the very heart of the historical land of Chittagong-the second largest city of Bangladesh and gradually being shifted to its permanent campus at Kumira, 22 kilometers away from city center. At present there are about 4,500 students including more than 25 foreign students studying here at IIUC out of which more than 1,000 students are studying in the permanent campus. There are about 180 full-time faculty members, which is the highest number in view of regular teachers among all the Private Universities of the country.

The Private University Act'92 empowers IIUC to frame its own Statutes, Ordinances and Regulations & governing manifold activities–academic, administrative, financial, students' welfare, discipline etc. Most statutory bodies are formed under the provisions of this Act.

* ***Farid Ahammad Sobhani***, Head, Dept. of Business Administration

The Syndicate, highest body of this University approved 'Service Rules of IIUC' in 2003. The charter of IIUC as framed within the provisions of this Act and as approved by the Government empowers the University to confer degrees in various disciplines.

The academic management of IIUC has undergone a continuous development process considering the needs of the day. Academic management refers to the issues related to academic planning and implementation. The Academic Council is the highest statutory academic body in all the Private and Public Universities in Bangladesh. IIUC has effective an Academic Council consisted of distinguished academicians from within and outside the University, Islamic scholars and representatives of IUC Trust members. The Academic Council of IIUC preserves the legal right to control and superintend over and be responsible for maintaining the standard of instructions, education and examinations. The Academic Council of this University is specified to perform the following duties and responsibilities:

- ❑ Recommending the Executive Council (Syndicate) on all academic matters;
- ❑ Approving or rejecting all academic recommendations made by Faculties and Departmental Academic Committees;
- ❑ Advising upon the proposals made the Planning and Development Committee and referred to it on new development related to teaching and research in the University;
- ❑ Studying the feasibility of introducing new academic program or discipline;
- ❑ Making and amending Rules and Regulations regarding the use of University Libraries;
- ❑ Dealing with university teaching and to make proposals for the initiation of academic development;
- ❑ Suggesting the Syndicate for the constitution of the University Statutory Committees related to academic disciplines.

One of the important Divisions of IIUC is its Academic Affairs Division (ACAD). The ACAD coordinates and supervises the admission of new students; registration of existing students; examinations and all matters related to academic discipline. It is mostly responsible and involved in planning, coordinating and monitoring academic functions of IIUC. The Pro Vice Chancellor, the Deans of the Faculties and Heads of the Departments play a vital role in making academic decisions and implementations.

Some important academic issues of IIUC may be stated as under:

1. IIUC confers the Degrees and Diplomas at graduate and post-graduate levels under different Faculties, Departments and Institutes of the University. Presently there are seven (7) Departments under Five (5) Faculties and three (3) Institutes at IIUC.

2. Qualified and experienced teachers play the most significant role in ensuring quality education with morality. Alhamdulillah, most of the teachers of this University are highly qualified and Islamically committed. The quality level of teachers of this University is well justified and monitored by the Teaching Efficiency Rating (TER). TER is common practice of IIUC made by the students at the end of each trimester / semester to find out the strong and weak points of the course teachers. Later on, concerned teachers are confidentially informed about grading and position for their improvement.

3. Good syllabi are the most important ingredients for quality education. That is why, a syllabus should be designed up to the standard practices. It's a matter of pleasure that IIUC by this time has restructured its syllabi of academic programs in view of global standards and suggestions given by the University Grants Commission (UGC), the controlling body of the Govt. at the tertiary level of education. On the other hand, quality of education is considerably higher than most of them excepting one or two.

4. The Qatar Central Library of IIUC situated in the permanent campus is one of the beautiful libraries among the Private Universities in Bangladesh. At present about 60,000 books and journals are available in the central and different campus libraries of IIUC.

5. Usually the cost of academic programs of the Private Universities are much higher than those of Public Universities in Bangladesh. As a result, the students of poor families can't think of getting admission in most of the Private Universities. But, the cost of academic programs offered by IIUC is very low as compared to other leading Private Universities of the country.

6. Logistic supports (i.e. computer facilities, multimedia projects, Internet, photocopier, cafe etc.) are necessary to facilitate the learning process. The leading Private Universities of Bangladesh are very conscious in providing logistic supports for their academic development. IIUC is also providing logistic facilities gradually within its financial and budgetary constraints. Each department of IIUC has a separate Computer Lab for its students.

7. Frequent student unrest and ill politics of the teachers and students have polluted the academic atmosphere of most of the Public and some Private Universities in Bangladesh. Alhamdulillah, IIUC is free from these sorts of problems because of the prohibition of politics inside the campus.

8. Open credit hour, Trimester / Semester systems and standard evaluation method 'Grade Point Average - GPA' are followed at IIUC. The GPA is computed by dividing the total grade points earned by the number of credit hours attempted in a given semester. The cumulative GPA is computed by dividing the total grade points earned by the total number of credit hours attempted at the University up to that point of time. The GPA and CGPA-both are measured at 4 points scale.

All praises to Almighty Allah (SAT) as IIUC has become one of the top graded Private Universities in Bangladesh as per investigation made by a high-powered team led by the Chairman of UGC in 2004. IIUC authority has already congratulated its family members including foreign trustees for this success. I think, under the guidance and financial supports of the trustee members at home and abroad, IIUC will rapidly improve in future, Inshallah.

Prof. Dr. Abu Bakr Rafique,
Pro Vice Chancellor addressing the
Orientation Program of Islamization
Committee.

A moment of Signing Ceremony of MoU
between International Islamic University
Chittagong, Bangladesh & Trishokti
University, Indonesia.

Trust Secretay Muhammad Badiul Alim
speaking at Pre-Budget Discussion
Program on National Budget 2004-05

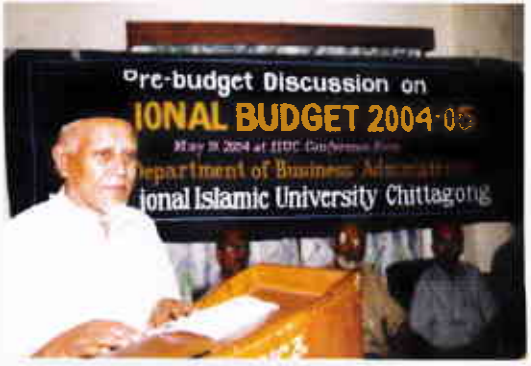

VC Prof. Dr. A.K.M Azharul Islam
offers gift to Justice Abdur Rouf,
Member of UGC Team.

Prof. Dr. Abdullah Omar Neseef,
Chairman-IUCT. Maolana Muhammad
Shamsuddin, Vice-Chairman and Prof.
A.K.M Azharul Islam, Vice-Chancellor,
IIUC at 4th Biennial meeting.

Prof. A.J.M Nuruddin Chowdhury, Vice-
Chancellor of University of Chittagong.
Distributes Prizes among the winners of
National Computer Programming Contest'04.

Vice Chairman, IUCT Prof. Dr. Abdullah Abdul Aziz al Mosleh addressing the 4th Biennial General Meeting 2003

Muhammad Shamsul Islam, Member of the Syndicate and IUC Trust addressing at 4th Biennial General Meeting

Vice-Chancellor Prof. Dr. A.K.M Azharul Islam addressing at 4th Biennial General Meeting 2003

Trust Chairman HE Prof. Dr. Abdullah Omar Naseef addressing the 4th Biennial General Meeting 2003

Trust Secretay Muhammad Badiul Alim speaking at 4th Biennial General Meeting 2003

Vice-Chancellor Prof. Dr. A.K.M Azharul Islam handed over the crest to Prof. Dr. Abdullah Mosleh, Vice-Chairman, IUC Trust

Renowned dignitaries from home and abroad with state Minister for Forest and Environment Mr. Zafrul Islam

Delegates from home and abroad at 2nd convocation program.

Ministers & MP at 1st Convocation Program held on 2002

VC Prof. Dr. A.K.M. Azharul Islam handed over crest to HE Prof. Iajuddin Ahmad, President-PRB at 2nd Convocation Program

The then President, PRB & Chancellor Prof. A.Q.M. Badruddoza Chowdhury distributing certificate to the Gold Madel Holders at 1st Covocation Program

A few member of IUC Trust are seen at 2nd Convocation Program.

Maolana Motiur Rahman Nizami, M.P, Minister for Industry addressing as Chief Guest at an International Seminar organized by IIUC

Mr. M. Osman Faruque, M.P, Minister for Education, GOB addressing at a seminar as Chief Guest

Prof. Dr. Muhammad Loqman, Treasurer & Chief-Dhaka Campus addressing the International Seminar of IIUC

Mr. Shah Abdul Hannan, Advisor, IIUC addressing the Academic Conference

Renowned Islamic Scholar Prof. Syed Salman Nadwi addressing at a program

VC Prof. Dr. A.K.M. Azharul Islam addressing at a Press Briefing on Job Fair 2003

Law Minister Mr. Moudud Ahmad addressing the International Seminar on Islamic Law as the Chief Guest.

Pro VC Prof. Dr. Abu Bakr Rafique addressing at a discussion meeting on Independence Day

Foreign Delegate Speaking at a discussion meeting on Ethics in Medical Profession

Mr. Mohiuddin FCMA, Former President-ICMAB speaking on National Budget 2004-05

Kazi Deen Mohammad, Assistant Secretary, Director, SDSWD addressing at a View Exchange Program with Scholarship Holders

Speaker from home and abroad at a seminar of Dept. of Qur'anic Sciences & Islamic Studies.

Pro VC Prof. Dr. Abu Bakr Rafique administering oath taking to the newly enroled under graduate students

Prof. A.J.M. Nuruddin Chowdhury, VC-University of Chittagong addressing at EMBA Orientation Program

Former State Minister for Civil Aviation & Tourism Mir Muhammad Nasir Uddin Inaugarating the Job Fair of IIUC

Vice-Chancellor addressing at MBM Orientation Program

Participants from different Universities are seen in the National Computer Programming Contest, 2004 organized by IIUC

Students of Business Administration with Pro. Vice-Chancellor Prof. Dr. Abu Bakr Rafique at the time of departure for SAARC Study Tour

Inaugural Ceremony of National Programming Contast-2004

State Minister for Education Mr. A.N.M Ehsanul Hoque addressing the Orientation Program as the Chief Guest

Sqn. Ldr (Retd) Muhammad Nurul Islam, Registrar, IIUC handed over crest to wing Commander Shafiqur Rahman, Officer Commanding, Operation wing BAF Base, Zahurul Hoque, Chttagong

Female Students of Dhaka Campus with Mr. Shah Abdul Hannan, Advisor, IIUC at 2nd Convocation Program

Pro VC Prof. Dr. Abu Bakr Rafique addressing an Academic Prize Giving ceremony

Female Students at a Computer Lab

IIUC deligate met with the then President-PRB HE Abdur Rahman Biswas.

Late Maolana Mohammad Abdul Jabber, Former Co-Chairman, IUC Trust and Pir Saheb, Baitush Shorf inaugurating the first ever class of IIUC

Maolana Muhammad Shamsuddin, Vice Chairman-IUCT performing monazat after inaugurating classes at permanent campus

Prof. Dr. Muhammad Loqman, Treasurer-IIUC Inaugurating the tree plantation program at Permanent Campus, Kumira

Vice Chancellor Prof. Dr. A.K.M. Azharul Islam briefing about IIUC to Mr. A.N.M Ehsanul Hoque, State Minister for Education, GOB

Pro VC Prof. Dr. Abu Bakr Rafique welcoming the UGC team after arrival at IIUC Campus

Hon'able Vice-Chancellor Prof. Dr. A.K.M Azharul Islam addressing the felicitation Program

Hon'able President of the peoples' Republic of Bangladesh and Chancellor Prof. Iajuddin Ahmad addressing at 2nd Convocation Program

Hon'ble Minister for Education, GOB Mr. M. Osman Faruque and other guests are seen on the stage

Minister of Education Dr. M. Osman Faruque, Former Chief Justice Mostofa Kamal and Vice-Chancellor are seen in the 2nd Convocation rally

Maolana Muhammad Shamsuddin, Vice Chairman-IUCT performing monazat in a program

A partial view of 2nd Convocation Program'03

Partial view of 2nd Convocation Program 2003

IUC Trust Secretary Muhammad Badiul Alim addressing the first Ever Class Inauguration Program at Permanent Campus, Kumira

Prof. Dr. Abdulalh Abdul Aziz Al Mosleh addressing at 4th Biennial Conference 2003

Participants are seen at NCPC 2004

Vice-Chancellor at a Press Briefing on 2nd Convocation

Dignataries from home and abroad are seen at 1st Convocation Program

Partial view of a Study Tour of Female students at Sylhel

Vice-Chancellor addressing at a seminar

Mr. Shah Abdul Hannan, Advisor, IIUC distributing prizes in a training camp of IIUC

A few member of Chinese students are seen in the orientation program'05

Mr. A.Z.M. Obaidullah, Director-Student Affairs Division speaking at Orientation Program

Prof. S.M.A. Faiz. VC- Dhaka University addressing as the chief guest at Orientation Program, Dhaka Campus

IIUC Gate at Permanent Campus, Kumira

IIUC Hostel at Permanent Campus, Kumira

IIUC Academic Building

Panaromic view of IIUC Permanent Campus, Kumira

IIUC Hostel at Permanent Campus, Kumira

Female Academic Building at Permanent Campus, Kumira

- اكتملت أعمال الإنشاء لمبنى كافتريا المركزي، يمكن لمائتين أو مائتين وخمسين نفرا من الطلاب والأساتذة الجلوس معا لتناول الطعام.
- اتخذ القرار لإسكان سبعة أو ثمانية أساتذة مع أسرهم في المبنى المتروك من حرم البنات.
- تم إنشاء مبنى لمحطة الكهرباء الفرعية بتصميم رائع، وذلك للتأكد على تزويد الكهرباء دون انقطاع.
- تم وضع حجر الأساس لمبنى كلية العلوم الحديثة الذي يكلف مبلغ أربعين مليون تاكا، وبدأت الأعمال الإنشائية، وأقيم جسر على النهر لهذا الغرض.
- أنشئ مجمع البوابة على الشارع الرئيسي داكا – شيتاغونغ، وهو تحفة رائعة للفن المعماري الحديث.
- أتخذ مشروع لتشييد الطريق من الشارع الرئيسي إلى حرم البنات يكلف عشرين مليون تاكا، ويوضع المجارى والجسر والجدران الواقع تحت هذا المشروع. وتمت الأعمال في ثلاث مراحل، وتم في المرحلة الأولى تعبيد الطريق المذكور بالآجر. وفي المرحلة الثانية هذا العام سيتم وضع الجسور و والجدران وفي المرحلة الثالثة تصنع المجارى ويوضع بساط نهائي للطريق.
- تم تعبيد بعض الطرق الداخلية في المقر الدائم بالآجر كما شيدت المجاري.
- غرست ستة آلاف شتلة في المقر الدائم كما غرست أشجار الزهور والزينة أمام المباني والعمارات.
- تمت إقامة مسجد مؤقت لتمكين الأساتذة والطلاب من أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.
- أقيم مركز لخدمات الطلاب في بيت مصنوع بالتنك مؤقتا.
- كما أقيم مؤقتا مركز للخدمات الطبية ويعمل فيه طبيب ومساعد له لتقديم الفحص والعلاج للطلاب والأساتذة والموظفين.

- لجنة مشروع الطلاب الخيري وتنمية مستوي الأساتذة والموظفين
- لجنة الاختبارات
- لجنة المناهج والمقررات الدراسية

لجنة الهندسة والإنشاء

- لجنة النظم والقوانين
- لجنة التعيين
- لجنة الاقتناء والمشتريات

إن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ حصلت على الدرجة الأولى ضمن الجامعات التسعة الأول من بين الجامعات الخاصة في بنغلاديش البالغ عددها ٥٣ جامعة، وذلك حسب تقدير لجنة التقييم العليا برئاسة رئيس لجنة موافقة الجامعات، والتي كونت بأمر من مكتب رئيسة الوزراء في البلاد.

- حصل قسم الاتصالات الحاسوبية لكلية العلوم الحديثة بالجامعة على اعتراف معهد المهندسين ببنغلاديش وهي أول جامعة خاصة نالت هذا الاعتراف، وبهذا تلقى خريجو هذا القسم قبولا واعترافا في الداخل والخارج، وتكون الفرص مهنية لهم للعمل والتوظيف.

- نال الطلاب وطالبات هذه الجامعة المراتب المتفوقة والجوائز القيمة في المسابقات المحلية والدولية خاصة في مسابقة برمجة الحاسوب والمسابقات الثقافية الأخرى.

- بدأت الإجراءات اللازمة لمشروع كلية الطب والمستشفى كأكبر وأهم المشاريع التابعة لأمانة الجامعة، سوف يقبل الطلاب في الفصل القادم.

- هدفا إلى زيادة دخل الجامعة تم شراء وتسجيل قطعة أرض مساحتها ٣٥. فدان في أغرآباد – المنطقة التجارية بالمدينة. ووافق البنك الإسلامي للتنمية مبدئيا لإقامة برج ذي ١٦ طابقا.

- تم شراء وتسجيل أراضي مساحتها ٢١ فدانا في المقر الدائم للجامعة وتم دفع عربون لأراضي أخرى مساحتها ٩ أفدنة.

تم إنجاز الأعمال الإنشائية بنسبة ٨٠% في المائة لمبنى قاعة المؤتمرات والندوات تسع من ١٥٠٠ – ٢٠٠٠ نفر.

تم وضح حجر الأساس لمبنى معهد اللغة ووصلت الأعمال الإنشائية إلى العمود الأساسية الأفقية. العمود الخرسانية الأساسية.

تسهيلات الإنترنت :

-يتمتع كل طالب وطالبة وأساتذة الجامعة وموظفيها بتسهيلات الإنترنت مجانا.

- توفر تسهيلات الإنترنت في المقر الدائم للجامعة بواسطة Radio Link (الاتصال اللاسلكي)

تسهيلات الهواتف :

يوجد خدمة الهواتف لكل طالب وطالبة وأساتذة وموظفين.

عدد بدالة الهواتف : ٣

مجموع خطوط الهواتف : ١٣ خطا.

تسهيلات المواصلات :

تم توفير تسهيلات المواصلات من مقر مدينة شيتاغونغ إلى مقر كومـــيرا بواســطة حافلــة الجامعــة وسيارتها. كما تم توفير وسائل النقل لمعالي مدير الجامعة، وفضيلة نائب مدير الجامعة، وفضيلة أميـــن الصندوق، و فضيلة الأمين العام لمجلس أمناء الجامعة، وسعادة مدير العلاقات الخارجية، وسعادة الأمين العام المساعد لمجلس أمناء الجامعة.

قاعة المحاضرات والندوات :

توجد في الجامعة قاعة للمحاضرات والندوات، كما توجد قاعة صغير في كل قسم.

مباني لسكن الطلاب :

في مقر شيتاغونغ – ٤ مساكن للطلاب، ومسكن للطالبات.

في المقر الدائم – ٤ مساكن للطلاب، ومسكن للطالبات.

في مقر داكا – ٢مسكنين.

اللجان والمجالس المهمة للجامعة :

- المجلس التنفيذي (مجلس الجامعة)
- المجلس الأكاديمي
- اللجنة المالية المركزية

في مقر داكا								
الأقسام	مختبر الكمبيوتر	مختبر الإنترنت	مختبر VSLI	مختبر Hardware	مختبر الشبكة	مختبر الفيزياء	مختبر الإلكترون	مختبر اتصالات السلكية
قسم علوم الحاسوب	٣	١	١	١	١	١	--	
قسم علوم القرآن	١	--	--	--	--	--		
قسم الدعوة	١	--	--	--	--	--		
قسم القانون	١	--	--	--	--	--		

في المقر الدائم للجامعة								
الأقسام	مختبر الكمبيوتر	مختبر الإنترنت	مختبر VSLI	مختبر Hardware	مختبر الشبكة	مختبر الفيزياء	مختبر الإلكترون	مختبر اتصالات السلكية
قسم علوم الحاسوب	٢	١	١	١	١	١	--	--
قسم إدارة الأعمال	١	--	--	--	--	--	--	--
في مقر البنات	١	--	--	--	--	--	--	--

المباني الموجودة حاليا :

المباني	في مقر مدينة شيتاغونغ	في المقر الدائم	في مقر داكا
المبنى الإداري	١	٢	١
مبنى إدارة الأمانة	١	--	--
مبنى العلوم الحديثة	١	١	١
مبنى العلوم الإدارية	١	--	١
مبنى كلية الآداب	١	--	--
مبنى مقر البنات	١	١	١
مبنى الخدمات الطلابية	١	١	--
المبنى الأكاديمي	--	٣	--
مبنى مكتبة الجامعة	--	١	--
مبنى محطة توليد الكهرباء	--	١	--
مبنى سكن العمال	--	١	--

مكتبات الجامعة :

أ- مكتبة مركزية

مجموع الكتب = ٦٠،٠٠٠ كتاب

التسهيلات : غرف الدراسة والمطالعة للطلاب والطالبات وغرف الدراسة للأساتذة.

ب- مكتبات الأقسام

- في كل قسم توجد مكتبة القسم مستقلة.

عدد مكتبات الأقسام : ٦ مكتبات في مقر مدينة شيتاغونغ، ٣ مكتبات في المقر الدائم، ٣ مكتبات في مقر داكا.

المختبرات

في مقر مدينة شيتاغونغ								
الأقسام	مختبر الكمبيوتر	مختبر الإنترنت	مختبر VSLI	مختبر Hardware	مختبر الشبكة	مختبر الفيزياء	مختبر الإلكترون	مختبر اتصالات السلكية
قسم علوم الحاسوب	٦	١	١	١	١	١	--	
قسم الاتصالات الحاسوبية	٢	--	--	--	--	١	١	١
قسم إدارة الأعمال	١	--	--	--	--	--	--	--
قسم اللغة الإنجليزية	١	--	--	--	--	--	--	--
قسم علوم القرآن	١	--	--	--	--	--	--	--
قسم الدعوة	١	--	--	--	--	--	--	--
في مقر البنات	٣	--	--	--	--	--	--	--

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ عند إتمام العشر الأول

محمد بديع العالم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد، فلا شك في أن إجراءات إنشاء الجامعة الإسلامية قد ابتدأت في عام ١٩٩٢م لكنها حصلت على الموافقة الحكومية في عام ١٩٩٥م. فبدأت نشاطاتها الأكاديمية، وبهذا قد أكملت الجامعة العشر الأول من عمرها منذ تأسيسها كما أنها على وشك نهاية عشر سنوات من بداية نشاطاتها الأكاديمية، وأنا كأمين عام مؤسس للأمانة في هذه الفترة قد لعبت دور مهما بإخلاص وتفان – بفضل الله تعالى وكرمه– في تطوير الجامعة أكاديميا وإداريا وإنشائيا وبنيويا، وأريد الآن أن أترك هذه المسئولية لأحد الأعضاء المؤسسين للجامعة، وفي هذه اللحظة وهي لحظة الوداع أقدم تقريرا موجزا عن وضع الجامعة الحالي من الإنجازات الأكاديمية والإدارية والبنائية والبنيوية أمام أعضاء مجلس الأمناء العظام والمحسنين الكرام وأصحاب الخير والفلاح من الداخل والخارج والأساتذة والطلاب وسكان هذا البلد الحبيب.

بداية النشاطات الدراسية : ١١ فبراير عام ١٩٩٥م

مجموع الكليات : ٥ كليات

مجموع الأقسام : ٧ أقسام

١ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

أ) قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية

ب) قسم الدعوة والدراسات الإسلامية

تمنح شهادة البكالوريوس والماجستير.

٢ – كلية العلوم الحديثة

أ) قسم علوم الحاسوب والهندسة الحاسوبية

ب) قسم اتصالات الحاسوب والهندسة

ج) الدبلوم في الحاسوب

تمنح شهادة البكالوريوس والدبلوم في الحاسوب.

ويدرس حاليا فيها طلاب كثيرون من بورما والصين والنيبال كما أنها اتخذت برنامجا خاصا لقبول وتلقي الطلاب الجدد من الأقليات المسلمة القاطنين في دول جنوب آسيا المجاورة لبنغلاديش.

تميزت الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ بصفات ومميزات غدت تضاهي لأجلها أكبر الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي وجعلتها في مصافها، لأن أحوج ما تحتاجه الأمة الإسلامية هو انتشار التعليم الإسلامي والتعليم العصري جنبا بجنب فيهم، حيث كانت لهم القيادة فيه في العصور السالفة وقد ازدادت الصحوة التعليمية في الأمة الإسلامية أكثر مما مضى حين برزت جامعات إسلامية عملاقة في عالمنا الإسلامي اليوم تتمثل في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد، والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا بداكا، والجامعة الإسلامية بكشتيا، بنجلاديش. والجامعة الإسلامية بالنيجر، والجامعة الإسلامية بأوغندا، والجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنجلاديش، والجامعة الكويتية الكارغزية وكثير من المدارس الإسلامية ذات المناهج المتطورة على المستوى الثانوي في بريطانيا وماليزيا وغيرها.

أوجه النداء إلى قيادات العالم الإسلامي أن تركز جهودهم على التعليم وتسهيله للمسلمين الذين صاروا متخلفين فيه بعد أن كانوا متقدمين في العصور السالفة الذهبية، حيث إن التقدم في التعليم يجعل المسلمين مزدهرين ويعود المجد إليهم وليس هناك بديل غير هذا لتقدم الأمة المسلمة وازدهارها وعودة مجدها وتأسيس حضارتها.

٦- نشر الأخلاق الإسلامية وتطويرها وتكوين شخصية إسلامية في جميع أعضاء أسرة الجامعة أساتذة وطلابا وموظفين.

٧- إبراز هذه الجامعة كأكبر مركز للعلوم والفنون والمعارف يرتاده الطلاب والعلماء والمثقفون من دول جنوب آسيا خاصة ومن العالم عامة.

خصائص الجامعة وميزاتها

إن هذه الجامعة تمتاز بخصائص عدة ميزات فذة، ومن أهمها ما يلي :

١- إنها جامعة إسلامية، ومعنى إسلامية الجامعة أن تقوم جميع برامجها ومناهجها على أساس إسلامي مهما تنوعت التخصصات وتعددت، حيث تهتم بالعلوم الإسلامية التراثية وهي العلوم التي تصح بها العقيدة والعبادة ويمكن التمييز بها بين الحلال والحرام، وهي قدر مشترك في برامج جميع الكليات والمعاهد، ثم يأتي بعد ذلك التخصص الدقيق في العلوم والتخصصات المختلفة.

٢- وتتميز هذه الجامعة أيضا باتخاذ لغتين وسيلة للتعليم، وهما اللغة العربية واللغة الإنجليزية. فاللغة العربية من حيث إن أي داعية مسلم أو عالم مسلم لا يمكنه الاستغناء عن اللغة العربية باعتبارها لغة الكتاب والسنة والمصادر الأساسية لكل العلوم الإسلامية من عقيدة وتفسير وحديث وفقه وأصول وغيرها. وهي لغة التدريس في كلية الشريعة.

وأما اللغة الإنجليزية فهي لغة التدريس في جميع الكليات غير الشريعة، كما يجب على جميع طلاب وطالبات الجامعة معرفة هذه اللغة حتى تصبح وسيلة من وسائل التبليغ من ناحية، ونافذة يطل منها هؤلاء الطلاب على الكتابات التي تنشر عن الإسلام بهذه اللغة من ناحية أخرى، وأن ينهلوا من مناهل الثقافات الحديثة.

٣- ومن مميزات هذه الجامعة أنها تهتم بتعليم المرأة المسلمة إحياء للسنة المطهرة التي تفرق في التكليف بين رجل وامرأة، وذلك بالالتزام بالأوامر الإلهية التي وردت تجاه المرأة المسلمة، فجعلت الجامعة حرما خاصا منفصلا للطالبات ومسكنا خاصا لهن.

اهتمام الجامعة بالأقليات المسلمة في المنطقة

إن من أهم أهدافها المنشودة تعليم الأقليات المسلمة الموجودة في المنطقة وتثقيفهم وتربيتهم تربية إسلامية صالحة وإعدادهم كدعاة أكفاء يدعون شعوبهم إلى الإسلام وكقواد راشدين يستطيعون قيادة شعوبهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم.

نخبة ممتازة من العلماء والمفكرين الإسلاميين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالتعليم الإسلامي من جميع الطبقات.

أهداف إنشائها

إن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ أقيمت لإنقاذ الأمة الإسلامية والشعب البنغلاديشي من شفا حفرة من المنهج العلماني ولتودي دور ترشيد الحركة التعليمية والمناهج الدراسية وتأتي بتعديلات أساسية وجوهرية في المناهج السائدة في المؤسسات التعليمية والمدارس الإسلامية المنتشرة في ربوع البلاد، حتى تصبح الجامعة نموذجا ومثالا يقتدى به وقدوة للجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في المنهج والنظام والتعليم والتربية والمقررات الدراسية، وأكبر مركز جامعي إسلامي في جنوب آسيا، ولإعطاء الأهمية البالغة لتعليم الأقليات المسلمة من البلاد المجاورة. وتقوم الجامعة الإسلامية على منهج إسلامي متكامل يتمسك بالعلوم الإسلامية التراثية وبالعلوم الحديثة مع الالتزام بالقيم الإسلامية في جهة أخرى.

أهداف الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

تتلخص أهداف الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ وأغراضها -كما حددها مجلس أمنائها- في النقاط التالية :

١- غرس الروح الإسلامية وتنميتها وتعميق التدين العملي في حياة الفرد والمجتمع المبنى على إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وتخليص الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم.

٢- بناء الشخصية الإسلامية تلك الشخصية المتكاملة عقلا وروحا وجسما والمزود بكافة الامكانات التي تجعل الفرد قدوة أمام جميع المجتمعات.

٣- تقديم نموذج ونظام متكامل للتعليم الإسلامي الذي يستقي من نبع القرآن والسنة إلى الالتزام بكل إنجازات الحديثة في مجال العلم والمعرفة بصياغتها في قالب إسلامي وتركيزها على القيم الإسلامية.

٤- توثيق روابط الأخوة الإسلامية عن طريق فتح أبوابها على مصراعيها لأبناء الأمة الإسلامية طلابا وأساتذة وإقامة الروابط العلمية والثقافية بالجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم لخدمة الإسلام وتحقيق أهدافه.

٥- الترغيب إلى التعليم والدراسة وإعداد البحوث الإسلامية ونشرها في مختلف مجالات العلوم الإسلامية والعربية بصفة خاصة، وسائر العلوم وفروع المعرفة الإنسانية بصفة عامة.

التساير مع الركب الحضاري العصري، وخاملة إزاء التطورات الهائلة التي يشاهدها العالم مع كل طلوع شمس.

لأن المدارس الإسلامية في بلادنا تنقسم إلى قسمين : حكومية وأهلية وكلها أصبحت قاصرة عن أداء الدور المنشود وإيفاء الغرض المطلوب، لأن الشرط الأساسي لإعداد القيادة الرشيدة أن تكون مناهجها قائمة على الأسس الصحيحة المتينة، وللأسف الشديد أن المدارس الأهلية المنتشرة في ربوع بلادنا ما زالت متمسكة بمناهج قديمة، وعاضة عليها بنواجذها، وهذه المناهج فضلا عن أنها قديمة فهي لا تساير ركب الحياة، ولا تنسجم مع طبيعة العصر الحديث ومتطلباته.

وأما الجامعات الحكومية البالغ عددها ١٧ جامعة كلها لخدمة الحكومة العلمانية ولتخريج الكوادر العلمانيين، ولا يتصور أن يجد التعليم الإسلامي فيها مكانا، وقد لبّت الحكومة السابقة مطالب الشعب البنغلاديشي المسلم بإنشاء جامعة إسلامية حكومية، فأسستها في أول الأمر في العاصمة ثم نقلت بعد خمس سنوات من إنشائها إلى كوشتيا، فتعرضت لأنواع من العراقيل والعقبات في تحقيق أهدافها المرجوة، وأصبحت تركن إلى مثيلاتها من الجامعات الحكومية الأخرى.

وأما الدعوة الإسلامية في البلاد فهي أيضا تتعرض للعراقيل في سبيل انتشارها لعدة عوامل أهمها علمانية الحكومة، وكثرة الخرافات والمنكرات، ومعاداة المفكرين العلمانيين للإسلام، وكثرة مراكز الإرساليات التنصيرية وانتشار المنظمات الخارجية غير الحكومية التي تتدخل في الشئون الداخلية في البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

ولا نرتاب أن الصحوة الإسلامية والوعي الديني والشعور بعظمة الإسلام والتعليم الإسلامي لم تزل تزداد في هذه البلاد مثل شقيقاتها من الدول المسلمة، وحركة التعليم الإسلامي بفتح المدارس الإسلامية في البلاد تلقت القبول لدى جماهير المسلمين. بيد أن الصحوة الإسلامية والحركة التعليمية بحاجة ماسة إلى إنشاء مؤسسة تعليمية إسلامية جامعية تقدر على تخريج القيادة الرشيدة في مجال الدعوة والتعليم.

ومن هنا نشأت فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في ذهن علمائنا الأسلاف منذ الاستعمار البريطاني، ولكن الضغوط العلمانية والمؤامرات ضد التعليم الإسلامي حالت دون تأسيسها، فقد كانت هذه الجامعة حلم شعب بنغلاديش المسلم، وتحقق هذا الحلم بعد أن تأسست الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، ولتحقيق هذا الحلم بدأت الجلسات والاجتماعات العديدة بمكة المكرمة وبنغلاديش تحت إشراف الهيئة الاجتماعية الخيرية الإسلامية بشيتاغونغ في سنة ١٩٩١م وزار وفود من بنغلاديش المملكة العربية السعودية لتبادل الآراء مع العلماء والمفكرين للمملكة لفتح الجامعة الإسلامية العالمية ومركز التعليم والدعوة في جنوب آسيا، فبرزت هذه الجامعة إلى حيز الوجود في عام ١٩٩٥م بأيدي

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

منارة العلم والمعرفة في جنوب شرق آسيا

أبو الرضاء محمد نظام الدين الندوي

الأستاذ المشارك ومدير قسم العلاقات الخارجية بالجامعة

لمحة تاريخية وفكرة إنشاء الجامعة :

لا شك في أن بنغلاديش ثانية أكبر دولة مسلمة في العالم بعد إندونيسيا من حيث السكان، ونسبة المسلمين فيها ٩٠%، وهي تقع على جنوب القارة الأسيوية وعدد سكانها أكثر من ١٥٢ مليون نسمة، ونسبة المتعلمين فيها لا تتجاوز ٦٧%، والأمية متفشية في البلاد، والفقر يسودها بصورة عامة، ومساحتها ١٤٨٠٠٠ كيلو متر مربع، وتحيطها من ثلاث جهات الهند، وبورما وفي جهة الجنوب خليج البنغال.

وكانت بنغلاديش جزءا شرقيا للباكستان قبل انفصالها عام ١٩٧١م، ولها تاريخ إسلامي لامع منذ فجر الإسلام، وانبثاق نور الإسلام من مهبط الوحي، حيث دخلها الإسلام في منتصف القرن الثامن الميلادي، وانتشر في ربوعها، ولما دخلها الفاتح اختيار الدين محمد بختيار الخلجي التركي في مطلع القرن الثالث عشر الميلادي أصبحت البلاد كلها إسلامية.

ومنطقة شيتاغونغ لها الفضل والسبق حيث إنها كانت مدخلا للإسلام ودخلها الإسلام زمن خلافة عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- ومن هنا انتشر في ربوع البلاد، فلذا كانت تسمى في قديم الزمان بـ " إسلام آباد " كما تعرف بـ " باب الإسلام" والفضل في ذلك يرجع إلى التجار العرب الذين كانوا يقومون بأداء مهمة الدعوة والتبليغ أثناء تجارتهم ويلقون رحالهم على هذه المنطقة في طريقهم إلى الصين وجاوا وسومطرا.

فالبلاد التي لها هذا الشأن وتملك مثل هذه المحاسن، من الطبيعي أن تقوي النشاطات الإسلامية فيها وتزداد، وأن يكون التعليم الإسلامي فيها قويا شاملا، ولكن الأمر بعكس هذا، لأن التعليم الإسلامي في البلاد لم يزل ينهار ويضمحل يوما فيوما، واتحد العلمانيون على رصيف واحد لمحو التعليم الإسلامي عن وجهها، فأوشكت البلاد أن تفقد تلك المفاخر والمآثر القديمة التي كان يعتز بها أهلها، وكل المؤامرات تدبر وتخطط فيها ضد الإسلام وتعليمه، ورغم وجود عدد لا يستهان به من المدارس والمراكز الإسلامية في البلاد، إلا أنها أصبحت قاصرة عن إنجاب العلماء والدعاة الأكفاء، وعاجزة عن

١٩- إنشاء المباني لحرم دائم في داكا

تجري أعمال حرم داكا التعليمية حاليا في أربعة مبان مؤجرة في دهانمدي بداكا، وقد بدأت عملية إنشاء المباني الدائمة هناك في الأراضي الخاصة بالجامعة.

رؤية ٢٠٢٠

إن رؤية ٢٠٢٠ عبارة عن الخطوط العريضة لما يمكن أن يتحقق للجامعة من التقدم والتطور خلال عام ٢٠٢٠م المقبل، وقد تقرر تحديد هدف لتنمية البنية الأساسية والتسهيلات الهيكلية والتطوير للعمليات الأكاديمية. ويجب أن يكون الهدف الرئيسي لجميع مجهوداتنا هو الوصول بالجامعة إلى غايتها المنشودة. فعلينا أن نضع الخطط المحكمة لجميع كلياتنا وأقسامنا لنحقق بها رؤية ٢٠٢٠م، وهذه الخطوط العريضة يجب أن نقدم التقريرات عنها خلال كل سنتين إلى كل من الجهات الممولة والمعاونة معنا.

١٢- مجمع الألعاب الرياضية (الأستاد)

ينشأ استاد رياضي جنوب حرم الطالبات تحول الأرض المنبسطة ملعبا ويحول الجبل المحيط في النواحي الثلاث مدرجات المتفرجين. ويتم ربط الطرقات المختلفة بالإستاد.

وكذلك يتخذ الترتيبات اللازمة لرياضة السيدات. وهذا يكون داخل حرمهن، كما ينشأ نادي للترفيه وصالة مغطاة وقاعة المؤتمرات الخاصة للسيدات.

١٣- مشروع الغدير الكبير

يتم حفر غدير واحد أو أكثر بحجم كبير في الجانب الشرقي أو الجنوبي من الحرم الجامعي. إنه ضروري لتصفية الجو ويكون هذا كالمنتزه. يمكن تجهيز مكان الغدير بإنشاء سد بين الجبلين، ويكون هذا مصدر الدخل للجامعة.

١٤. تنظيم المياه

يمكن توفير مياه للشرب عن طريق أجهزة تحلية المياه المأخوذة من البحيرة المقترحة أو من قناة كومبرا، بالإضافة إلى تثبيت مضخة عميقة في كل حرم، وسوف ينشأ ١٢ حوض كبير للمياه بنسبة حوضين في كل حرم وقاعة المؤتمرات الخاصة للسيدات.

١٥- تنظيم مجمع للتسويق

ينشأ مجمع للتسويق في أنسب مكان داخل الحرم الجامعي. يضمن توفر مستلزمات يومية مثل الخضروات والأسماك واللحوم هناك، كما يحدد مكان لإنشاء محل كبير في كل حرم جامعي.

١٦- المدارس داخل حرم الجامعة

يختص مكان للصلاة في كل حرم جامعي، وتضم معه المدرسة النورانية والمكتبة لتأكيد التعاليم الدينية للأطفال.

١٧- موقف السيارات والصيانة

تقام ورشة خاصة لوقوف سيارات الجامعة وصيانتها حسب الخطة الرئيسية للمدينة الحديثة، كما يتواجد هناك محطة للبنزين، ومن الضروري ترك أماكن واسعة حسب احتياجات العام ٢٠٢٠م، ليستحسن وجود الورش في مكان بعيد من الحرم.

١٨- مشروع الحرم الدائم في المدينة

تجري نشاطات حرم المدينة حاليا في ست عمارات مؤجرة بصفة مؤقتة، في المستقبل سيبنى مجمع الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ على فدان واحد من الأرض في داخل مدينة شيتاغونغ لإجراء جميع العمليات الأكاديمية.

وينشأ غديران كبيران في الناحية الشرقية بجانب طريق شيتاكوندا وهاتهزاري، وكذلك يتم بناء ورش وجراج للسيارات ومحطة للبنزين ومقبرة بجانب هذا الطريق كما يحاول إنشاء سوق تجاري للتزويد بالأسماك واللحوم والاحتياجات اليومية.

٧-الكبلات الغواصات

يتم تغطية الحرم الجامعي بالكبلات الغواصات ليضمن التسهيلات الحديثة بربط الحرم بالإنترنت.

٨- المقبرة

ينبغي تحديد مكان للمقبرة لدفن الموتى من بين ٢٠ ألف نسمة الذين يعيشون متعلقين بالجامعة. لذا يتم إنشاء مقبرة في أي جبل في المنطقة الشرقية للحرم الجامعي وكذلك تتوفر فيه المياه للوضوء ومكان لصلاة الجنازة.

٩- تنظيم نقل القمامة من الجامعة

يجب إنشاء حوض صناعي كبير ترمي فيه القمامات مزود بالتقنية الحديثة لتحويل القمامات إلى الغازات الطبيعية مما توفر تكاليف كثيرة للجامعة.

١٠- المركز الاجتماعي : النادي/ المكتبة

سيكون هناك إنشاء مركز اجتماعي لعشرين ألف نسمة وناد اجتماعي ومكان للرياضة والترفيه للشباب. فالمركز الاجتماعي ضروري لتنظيم الحفلات الاجتماعية مثل الزواج وغير ذلك وكذلك النادي ضروري للرياضة والتسلية. تشملها الخطة الرئيسية. وينظم هذا ما بين الحرم الشمالي والمنطقة السكنية الواقعة في الجانب الشرقي لقناة كوميرا. ويتم هناك تأسيس حديقة للأطفال.

١١- تنظيم حركة المرور

إن تنظيم حركة المرور مهم جدا لأي حرم جامعي حديث، هناك إمكانية حركة عدد كبير من السيارات يصل من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ سيارة على الأقل خلال عام ٢٠٢٠م. لذا من الضروري أخذ الحيطة لتوسيع الطرقات تلبية للحاجة.

الضروري أيضا إنهاء صنع الطرقات والصرف الصحي وتنظيم الكهرباء والمياه والغاز في وقت واحد. لذا قام القسم الخاص بالهندسة والإنشاء بتحديد مصروفات متوقعة لإتمام بناء الطرقات. ومن الجانب الأخر يجب إنشاء محطة القطار بتكلفة الجامعة لسهولة المواصلات إلى الحرم الجامعي. والجدير بالذكر أن سلطات سكة الحديد على استعداد تام لإعطاء الموافقة على هذا المشروع. وكذلك هم مستعدون أيضا لإيجار عربة القطار إذا كانت الجامعة قادرة على تحمل النفقات لذلك. فهذا يحتاج إلى ٢،٥ مليون تاكا.

٣- حفر بحيرة وسط الحرم الجامعي

من الضروري توسيع قناة كوميرا الواقعة تقريبا في وسط الحرم الجامعي الممتد من الشرق إلى الغرب. ولا بد من بناء سد ذي بوابة في هذه القناة. فيتكون هناك مستنقع كبير للمياه وتحول القناة إلى بحيرة، تمكن الاستفادة منها بالطرق الآتية :

(أ) يمكن الحصول على المياه الصالحة للشرب بصنع منشئات المياه وبذلك يضمن حصول المياه في الآبار الواقعة داخل الحرم الجامعي.

(ب) يمكن بناء حدائق ترفيهية للطلاب في جانبي القناة.

ج) وهذا المستنقع المائي سيحسن جو الجامعة ويجعله صحيا.

٥- خزان المياه

هناك اقتراح لإنشاء خزان آخر للمياه في الناحية الجنوبية لحرم الطالبات، وهذا المشروع سيزيد الحرم الجامعي حسنا وجمالا وينقي البيئة، كما يمكن ذراعة الأسماك هناك إذا شاء المسئولون. ويتم بناء ملعب رياضي للسيدات حوالي هذا المخزن. والجامعة في حاجة إلى شراء ٣ أفدنة من الأرض لهذا التطوير.

٦- المنطقة التراثية

إن التل الواقع عند مدخل الحرم الجنوبي مرورا بالسكة الحديدية مهم جدا لازدياد جمال الجامعة. إذا تم إنشاء حديقة للنباتات في هذا التل بغرس أشجار متنوعة فيزداد رونق الحرم الجامعي. وهناك مشروع إنشاء مكتبة للتراث الإسلامي وقاعة للمؤتمرات والاستراحة، وبعض الأكواخ على الجبل حسب خطتنا الرئيسية، ومن الضروري تحويل هذا التل إلى بقعة جذابة لكونه واقعا في الوسط وعند مدخل الجامعة.

الأعمدة. أما الطرقات المتقاربة فستنور بالكهرباء من العمارات. يرجى عدم تثبيت الأعمدة الكهرباء في وسط الحرم. وفي نظري يمكن تثبيت محطة فرعية لتوليد الكهرباء مستقلة في كل من الحرم الجامعي، وبذلك ستوفر النفقات الكهربائية.

وتكون هناك مدينة حديثة داخل الحرم الجامعي، حيث تتوفر جميع مستلزمات الحياة، مثل: الأسماك واللحوم والخضروات والبقالات في متناول الأيدي، فلا يضطر أحد إلى الخروج من الحرم للعلاج الطبي أو لشراء أي شيء. كما تكون المدينة مزودة بشبكة إنترنت في جميع مبانيها وجميع الوسائل الإلكترونية. كما يكون هناك مشروع لإنشاء مركز للبث الإذاعي والتلفزيوني وسيفتح في القريب قسم باسم دراسة مالتيميديا لتحقيق هذا الهدف.

١- حدود الجامعة

إنه من الضروري: جعل دائرة الجامعة الإسلامية العالمية بشيتاغونغ محدودة حيث إنها مؤسسة تعليمية خاصة، يتم تأسيسها بتبرعات الشعب، وفي نفس الوقت لابد من التأكد على ضرورة إنشائها كجامعة مكتملة. لذا ترى اللجنة ضرورة شراء ٢٠٠ فدان من الأرض على الأقل؛ لأنها منطقة جبلية. وقد بدأ سعر الأراضي يزداد يوما فيوما، لذا من الضروري جمع النقود المذكورة في أسرع وقت ممكن. وهناك مشروعات في غاية الصعوبة يجب إتمامها تدريجيا، منها: تنظيم المياه لحوالي ١٥ إلى ٢٠ ألف من الأفراد، وتنظيم الكهرباء والغاز والمواصلات الهاتفية ووصل شبكات إنترنت ومركز الإعلام. وكذلك إنشاء مكتب للبريد والبنك والملاعب الرياضية والحدائق الترفيهية والبحيرات للطلاب. والواقع أنه لا يمكن إتمام كل هذه المشروعات خلال سنة أو سنتين. بل يحتاج إلى مراحل زمنية للوصول إلى الهدف النهائي خلال عام ٢٠٢٠م.

٢- مواصلات الجامعة

تقع الجامعة على بعد ٢٢ كيلومترا من المدينة، وهي في منطقة جيدة تمكن الاستفادة من السكة الحديدية الرئيسية والشارع الآسيوي العام ومطار الشاه أمانت الدولي. ومن هذه الناحية تقع الجامعة في موقع استراتيجي جميل، وهناك ثلاثة طرقات إلى الحرم الجامعي متفرعة من الآسيوي العام. والجامعة في حاجة إلى تطوير وتحسين تلك الطرقات.

ومن ناحية أخرى يجب الآن إنشاء الطرقات الداخلية للجامعة لربط المناطق الجامعية الستة مع بعضها البعض، خاصة الطريق الواقع أمام مكتبة قطر المركزية فيجب بدء إنشاء خلال هذه السنة. ومن

٣- المنطقة الشمالية الشرقية

إنها في الأصل منطقة سكنية للجامعة، توجد فيها عمارات للأساتذة والموظفين، كما توجد فيها نادي ترفيهي وحديقة للأطفال.ومدرسة ابتدائية ومركز صحي ، ونادي للكبار والصغار، ومكتبة ومسجد، وقاعة للمؤتمرات، ومركز اجتماعي وغير ذلك.

٤- حرم الطالبات

يتم فيه بناء عشرة من المباني الأكاديمية وعشرين من المباني السكنية، وتكون فيه تسهيلات متنوعة للطالبات، مثل مبنى للألعاب الرياضية، وقاعة للمؤتمرات، والمكتبة وغير ذلك.

٥- المنطقة الجنوبية (أ)

تشمل هذه المنطقة خمسة مبان سكنية للطلاب، وعمارات سكنية للموظفين من الدرجة الثالثة والرابعة وحديقة لأطفالهم. تقع هذه المنطقة في الجانب الشرقي من سكة الحديد. ويتم بناء مبان أكاديمية وسكنية في التل إذا دعت الضرورة.

٦- المنطقة الجنوبية (ب): المنطقة الثقافية

يتم إنشاء مجمع رياضي (الاستاد) بجوار حرم الطالبات، ويقع الملعب في أسفل الجبل والمدرج في أعلاه، كما يتم حفر بئر كبير في الركن الجنوبي أو الشرقي منه، وهذا المكان سيكون محاطا بممرات منظمة.

تنظيم السير والطرقات

إن خطة السير والطرقات داخل الحرم الجامعي مهمة جدا، وستكون الطرقات واسعة تتمشى مع الطواز الحديث، مراعاة لقواعد حركات المرور. وإن المرور الداخلي في الحرم والحدائق لا بد أن يكون على مستوى القرن الحالي. والطرقات الخارجية الممتدة إلى الشارع الرئيسي لداكا لا بد أن تكون مزدوجة. ومن الضروري إنشاء طريق دائري واسع خارج الحرم، في جميع نواحيه، على بعد ٦٥ قدم من السكة الحديدية الواقعة من الناحية الغربية.

تنظيم الكهرباء وإدارتها

يتم تثبيت الأعمدة الكهربائية في الطريق الدائري لتزويد الحرم بالكهرباء، ومنها ستوزع الكهرباء عن طريق الأسلاك الفوقية داخل الحرم، وكذلك توصل الأسلاك تحت الأرض إلى كل عمارة من تلك

العدد المتوقع للطلاب والطالبات والمنشآت اللازمة

٤٠٠ طالب / طالبة في كل قسم:

٧ كليات X ٣ أقسام = ٢١ قسما.

٢١ قسما X ٤٠٠ = ٨٤٠٠ طالب وطالبة.

طلاب الدورات الأخرى = ٢٠٠٠ طالب وطالبة.

المجموع: ١٠٤٠٠ طالب وطالبة.

المباني الاكاديمية : ٢١ مبنى

المباني السكنية لـ ٦٠% من الطلاب= ٣٢ مبنى. (في كل سكن يسع ٢٠٠ طالب)

المباني الأكاديمية للطالبات= مبنيان.

تسهيلات سكنية

- المهجع لـ ٣٠٠ من الأساتذة.
- عمارات سكنية لـ ١٠٠ من أسر الأساتذة.
- المهجع لـ ٢٠٠ من الإداريين.
- عمارات سكنية لـ ٢٥ من اسر الإداريين.

يتم تأسيس الحرم الدائم للجامعة على مائتي فدان من الأرض، قد قسمناها إلى ٦ مناطق. وكذلك يتم إعداد خطة رئيسية مستقلة لكل حرم.

١- المنطقة الوسطية : كلية الآداب

ومساحتها ١٢ فدانا، يجرى بناء ٨ من المباني الأكاديمية فيها. ومن المباني الأخرى هنا: المكتبة المركزية، والمسجد المركزي، والكافيتيريا الرئيسية، والمبنى الإداري وما إلى ذلك. وكذلك توجد هنا ٤ من المباني السكنية للطلاب.

٢- المنطقة الشمالية: كلية العلوم

يتم فيها بناء مبنى أكاديمي كبير أو صغير بخمسة أدوار . وكذلك تكون هذه المنطقة مشتملة على أربعة من المباني الأكاديمية وأربعة من المباني السكنية، وهذه المنطقة تقع على ٢٠ فدانا من الأرض، بتسهيلات إضافية أخرى.

رؤية الجامعة الإسلامية

إن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ مؤسسة تعليمية أيدولوجية فريدة من نوعها. لا تدرس المواد الإسلامية فقط ، بل المواد العصرية ذات الصلة بالتكنولوجيا، وتدرس أيضا إدارة الأعمال، متصلا بالقيم الإسلامية وروحها، وقد جعلت تعلم الكمبيوتر واللغة الإنجليزية ملزما على طلاب الكلية الأخرى، كما جعلت تعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ملزما على طلاب غير الشريعة. ففي هذه الجامعة تعرض الأفكار الإسلامية أمام الطلبة من خلال العلوم الحديثة، وفيها يقدم الإسلام على أنه ليس دين فقط، بل هو نظام كامل وشامل للحياة، وقادر على قيادة العالم. لا يكتفي لطلاب الجامعة الاعتقاد بوقائع تاريخ الإسلام المجيد وحضارته وثقافته، بل لا بد لهم من تطبيقها في حياتهم الواقعية. وتمارس الثقافة الإسلامية والقيم الرفيعة والقدوة الحسنة في جميع أنشطتها، أكاديمية كانت أو إدارية. وسيجعل ميول الطلاب ووجهات نظرهم ضد الثقافات الغربية الفاسدة.

أهداف الجامعة

تكوين أحسن جامعة في جنوب شرق آسيا، وجعلها مركزا للبحوث والدراسات العلمية للأمة الإسلامية.

- تكوين جامعة قادرة على البحث في جميع المجالات التي تحتاجها الأمة وجعلها تحصل على التقنيات الحديثة في العالم الحالي.
- توفير وتنظيم معامل مزودة بالمعدات الحديثة للتدريبات والبحوث.
- حشد العلماء والباحثين والمفكرين الإسلاميين الذين يستمرون في البحث والدراسة لتحقيق متطلبات الأمة.
- رفع المستوى التعليمي للطلاب والطالبات حتى يقدروا على تلبية رغبات أي دولة إسلامية.
- منح الفرصة للطلبة الأجانب من الدول غير المسلمة. مثل الصين والهند والميانمار وتايلاند ونيبال ، بجانب الدول الإسلامية.
- تدريب عدد كاف من الأفراد لتطوير بنغلاديش إلى دولة حديثة مثالية ونموذجية. وستجرى بحوث عديدة لهذا الشأن.

عقدة نفسية لكونه فقيرا، وقد غرق الشعب في الفساد، نتيجة انهيار القيم والخلق. أصبحت الرشوة والتزوير والخداع والسرقة والنهب والاغتصاب سمات لاصقة للقومية.

والاستعمار الخارجي ليس المسئول الوحيد لحالتنا هذه، بل النظام التعليمي بأكمله مسئول لذلك. لا يوجد أي برنامج هادف لتهذيب الأخلاق في جامعاتنا، بل جميع الوسائل لهدم القيم والخلق موفرة ومتاحة. إن نجاح أي جامعة وفشلها يعتمد على مهارة وأداء المتخرجين منها، القيادة الحالية لبلدنا والإداريون في الأجهزة الحكومية بجميع مستوياتها، هم متخرجو هذه الجامعات وتقديم الرشاوي وقبضها من عادتنا فنساءل عن دور هذه الجامعات، فهل هي تصنع المختلسين وأكالي الرشوة والربا والناهبين والغاصبين والمغتصبين ؟ وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا يوجد في بلدنا جامعة صالحة لدولة مستقلة تساعد في تحقيق الأحلام القومية. وفي جامعتنا الموجودة تفضل الأفكار الغربية، بشكل صارخ، أنها هي المصير الوحيد التي لا بديل لها.

وقد أصبحنا متخلفين عن مسايرة ومواكبة العالم المتطور في إنجازاتها في مجال العلوم والتكنولوجيا بأكثر من خمسين سنة. ونحن بعيدون عن استخدام التقنية الحديثة في إنتاجاتنا الصناعية والزراعية حتى في حياتنا اليومية أيضا. وشعبنا يستخدم كالأرقاء والعمال؛ لبعدهم عن التكنولوجيا الحديثة. سياستنا القومية للتعليم لم توفر لنا احتياجاتنا للتقنية الحديثة.

وصل المستوى التعليمي في جامعات بلدنا إلى درجة متدنية حتى أصبح متخرجوها لا يملكون قدرة النجاح في المسابقات، وقد فقدت الجامعات القابلية والحركة نتيجة الازدحام والتداخل في الفصول والأعوام الدراسية، والدواوينية، والمماطلة, وعدم الثبات في اتخاذ القرار. والسياسات المصبوغة بالنزعات الحزبية قادت التعليم إلى الانهيار باسم الديمقراطية.

هدف تأسيس الجامعة الإسلامية

تعتقد الأمانة بأن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن الإسلام والتقنيات. فالجامعة الإسلامية تم تأسيسها لإعداد مجموعات من القوى البشرية ذات مهارات وكفاءات عالية، تتحلى بخلق سامية، حاملة المؤهلات الدراسية العالية، قادرة على أداء مهماتها في الحياة القومية، حسب متطلبات هذا القرن. وتكون مهمة هذه المجموعة المختارة هي بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبشرية على ضوء الإسلام متجنبا الأفكار الغربية الملحدة والعلمانية والمادية.

كما أن له نظاما خاصا لقيادة العالم. وستحل جميع مشكلات العالم الراهنة، وتسعد الإنسانية، إذا ما طبق النظام الإسلامي السياسي الاقتصادي والاجتماعي، بدل نظم الحكم الحالية المبنية على الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية الغربية. ولكن الأسف الشديد أن هذه الحقيقة المرة لا تدركها جامعاتنا العلمانية.

إن المسلمين أمة مثقفة ومثالية، وهذه الأمة قد حكمت العالم كله قرونا عدة، فكانت الحضارة الإسلامية وثقافتها غالبة على سائر العالم، فتاريخ المسلمين هو تاريخ الفتوحات والمجد والفخر، ومساهمات المسلمين في الحضارة العالمية أمر معترف به لدى الجميع. ولكننا بدأنا أن ننسي هذا التاريخ المجيد، وبالتعبير الأصح نحاول أن نتناسي لا يفتخر الشباب المسلم بتاريخه العريق، لأن مؤسساتنا التعليمية و الجامعات الخاصة لا تبدي أي رغبة تجاه هذا التاريخ الأصيل. نحن نعرف أنفسنا بأننا شعب بنغالي أو بنغلاديشي. لكن لا يمكن تكوين الأمة على أساس اللغة فقط. فالبنغالي أو البنغلاديشي إنما هو سمة نتميز بها عن غيرنا.

لا تستطيع جامعات بلدنا حكومية كانت أو غير حكومية تقديم أي قدوة أمام طلبتها، وإن أي أمة ذات حضارة لا بد لها من مبادئ قومية، والمؤسسات التعليمية تدرب الطلبة والطالبات على اتباع تلك المبادئ. ولكنه من المؤسف أن جامعتنا قد فشلت في أداء هذه المهمة. الإسلام هو ديننا القومي، ومبدأنا الأصيل، ومع ذلك تقوم جامعاتنا بتأييد الأفكار والمظاهر الملحدة واللادينية والعلمانية والمادية الغربية، منابذة المبادئ الإسلامية والقيم السامية.

لو ألقينا النظرة في ماضي بنغلاديش لنرى أنها يوما كانت دولة غنية ذات ثروات، وقد أعطى الله هذه المنطقة موارد ثروات غير متناهية. ونحن نمتلك ثروة إنسانية ومعدنية ومائية وغير ذلك. وتمتلئ غدائرنا وجداولنا وقنواتنا الطبيعية بمياه الأمطار، وأرضنا في غاية الخصوبة حتى تنبت فيه الأشجار والنبات بأدنى رعاية.

رغم ذلك دولتنا مازالت فقيرة، والسبب الوحيد في ذلك هوالخلل في النظام التعليمي في بلادنا، وهو نظام غير منتج، لا يهدف إلا إلى عرقلة مسيرتنا نحو التقدم والازدهار. ومن ناحية أخرى كانت تجارة بنغلاديش في الماضي سارية في جميع أرجاء العالم، والصناعات البنغلاديشية كانت محببة دوليا لدى الجميع. وكانت بنغلاديش مشهورة بخصوبة أرضها، وكثرة الإنتاج الزراعي، وكان يوجد ٣٠٠ كيلو من الأرز بـ تاكا واحد في عهد الحاكم شائسته خان.

نعيش في مثل هذا البلد ونحن أفقر دول العالم، حيث تصل نسبة الفقراء إلى ٨٦% من مجموع السكان، و ٦٠% يعيشون تحت حد الفقر. نساؤنا وشبابنا تباع في الأسواق الدولية بثمن بخس، مثل تجارة الرقيق القديمة. لا يقدر النظام التعليمي والجامعات أن يقدم توجيهات بهذا الأمر، بل يجعل الشعب يعاني من

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ: الرؤية والرسالة و التخطيط

محمد بديع العالم

الأمين العام المؤسس لأمانة الجامعة

تقديم:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده اللذين اصطفى، وبعد

فإن هذا الاسم اخترناه نظرا لحاجات الدولة ومتطلباتها. ونحن شعب دولة وجدت استقلالها في عهد قريب.وما استطعنا حتى الآن أن نحدد الهوية القومية وإن كان عدد المسلمين ما يقرب من ٩٠%. وقد اتخذنا المصطلحات المستوردة المضادة فيما بينها في دستورنا كمذاهب قومية.فأصبحت الاشتراكية والديمقراطية والعلمانية والقومية أهدافنا، وهويتنا القومية. وفي حقيقة الأمر أن كل هذه المصطلحات إنما هي وسائل لخداع العالم.

وقد فشلت الجامعات في ديارنا في تخريج الأجيال المتمسكة بالدين والعقيدة والقومية الإسلامية. لذا لم ينبت فيهم روح التضحية لها، فمعظمهم يتخرجون من الجامعات العلمانية معتنقين بمعتقدات وأفكار علمانية وفلسفات مادية. لا يؤمن أحد من الأساتذة أو الطلبة بمبدأ ثابت أو قيم خلقية، بل يعيشون حياة لا دينية، دون مراعاة لمبادئ الأخلاق والسلوك.

وقد بدأت النتيجة الحتمية لهذا تظهر في حياتنا القومية، حيث إننا نعاني من أزمة الهوية القومية، وانهمك المتعلمون من حملة شهادات المدارس والجامعات العلمانية في السرقة والإرهاب والفساد، مما أدى إلى أن تحتل الدولة المركز الأول في الفساد على المستوى العالمي، حتى لا يثق بنا أحد. هذه الحالة لا شك أنها أزمة متأزمة للأمة. وظلت جامعاتنا وكلياتنا تساهم في تصعيد هذه الأزمة. وقد اخترنا لفظ الإسلام في تسمية الجامعة إنقاذا للأمة من معاناة أزمة الهوية واللادينية. إن ما يعتنقه ٩٠% من مواطنينا كدين لحياتهم هو الإسلام، فلا بد وأن يكون الإسلام هو النظام السياسي والاقتصادي في المستقبل في مواجهة الاشتراكية والرأسمالية لذا نؤكد للجميع أنه لا يعني طلاب هذه الجامعة وأساتذتها من اللادينية واللامذهبية، بفضل المناهج والمقررات الدراسية التي وضعتها لهم، بل تكون عقيدتهم جميعا محددة المعالم والأهداف.

إن أمانة الجامعة الإسلامية شيتاغونغ تؤمن بأن الإسلام ليس دين اسما فقط، بل الإسلام عقيدة تؤثر على حياة أصحابها، وله نظريات وفلسفات مستقلة تجاه الحياة والكون تخالف أفكار العلمانية والتيارات المادية السائدة.

٩- شارك معالي مدير الجامعة ومدير العلاقات الخارجية ندوتين عالميتين عقدتا بالرياض، المملكة العربية السعودية. بمناسبة مرور ٢٠ عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- مقاليد الحكم في عام ٢٠٠١م و٢٠٠٢م.

١٠- حضر نائب مدير الجامعة في ورشة عمل نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بإسلام آباد، باكستان عام ٢٠٠٠م.

١١- شارك مدير العلاقات الخارجية في المؤتمر العالمي تحت عنوان " الوسطية منهج حياة" الذي عقدته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في عام ٢٠٠٥م

الدراسات العليا في الداخل والخارج

١- حصل عضوان من هيئة التدريس على الدكتوراه من ماليزيا وواحد من جامعة داكا.

٢- حصل عشرة أعضاء من هيئة التدريس على شهادة الماجستير من الداخل والخارج.

٣- تم إيفاد ٣٢ من أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج بمنح دراسية للحصول على الشهادات العليا وخمسة منهم قد رجعوا إلى الجامعة وانضموا فيها للمساهمة في تطوير الجامعة بمستواها الأكاديمي.

برامج التوجيه الإسلامي وتدريب القيادة الإسلامية للطلاب

١- نظمت الجامعة ٣ برامج لثلاثة أيام للطلاب على تدريب القيادة الإسلامية كما نظمت برنامجين ليوم واحد للطالبات تحت إشراف قسم شئون الطلاب.

٢- ونظم قسم شئون الطلاب ورشتين لتنمية الذكاء والمواهب للطلاب والطالبات.

٣- نشر البحوث الشخصية

مدير الجامعة	البحوث المنشورة : ١١	الكتاب : ١
نائب مدير الجامعة	البحوث المنشورة : ٥	الكتاب : ٣

أعضاء هيئة التدريس : صدرت بحوث كثيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس.

٤- النشرات الأخرى : صدرت الجامعة التعريف الموجز، ودليل الالتحاق، والمجلة السنوية، والنشرات والمجلات التذكارية.

الندوات العالمية التي تمت المشاركة فيها خلال خمس سنوات

١- شارك معالي مدير الجامعة في المؤتمر العالمي للمفكرين الإسلاميين الذي عقد بإندونيسيا في شهر فبراير عام ٢٠٠٤م.

٢- شارك نائب مدير الجامعة ونائب مدير الجامعة في الجلسة الافتتاحية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي عقدت في لندن بتاريخ ١١ يوليو عام ٢٠٠٤م.

٣- شارك نائب مدير الجامعة في الندوة العالمية للفكر الإسلامي التي عقد في الجامعة الوطنية بماليزيا في الفترة ٧-٩ ديسمبر ٢٠٠٤م، وقدم مقاله فيها.

٤- شارك نائب مدير الجامعة في ندوة عالمية حول التعليم الإسلامي نظمتها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في الفترة ٦ -٨ أغسطس بمقالة نشرت في محضر الندوة ضمن بحوثها.

٥- حضر عضوان من هيئة التدريس في الندوة العالمية في جامعة مالتي ميديا بماليزيا عام ٢٠٠٤م.

٦- شارك الأمين العام المساعد بالجامعة في ندوة عالمية حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عقدت بدبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر مارس ٢٠٠٤م.

٧- شارك معالي مدير الجامعة، وأمين الخزانة بالجامعة، والأمين المساعد بالجامعة في مؤتمر عالمي نظمتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض من ٢٩ أكتوبر عام٢٠٠٢م لأربعة أيام.

٨- شارك نائب مدير الجامعة ومدير العلاقات الخارجية بالجامعة في الندوة الفقهية العالمية المنعقدة بلكناؤ بالهند عام ٢٠٠١م.

الندوات والمؤتمرات التي نظمتها الجامعة (أثناء فترة ٢٠٠٣- ٢٠٠٥م)

١-الندوة العالمية حول " التقدم المتكافئ والأدوات الاقتصادية في ضوء الشريعة لاندماج الأمة" نظمها مركز الاقتصاد السياسي المقارن بالجامعة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في يومي ١٩ و ٢٠ ديسمبر عام ٢٠٠٤م.

٢- الندوة العالمية حول " القانون الإسلامي" نظمتها كلية القانون بالجامعة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتاريخ ٦ يوليو عام ٢٠٠٤م، وقد حضر معالي الباريستر مودود أحمد – وزير القانون والقضاء والشئون البرلمانية- كضيف أول .

٣- ندوة محلية حول : تطوير الموارد البشرية بتاريخ ٢١ يناير عام ٢٠٠٤م، نظمها قسم إدارة الأعمال بالجامعة.

٤- ندوة وطنية حول : النمو في المهنة المصرفية والتطور الاقتصادي في بنغلاديش بتاريخ ١٦ إبريل عام ٢٠٠٤م نظمها قسم إدارة الأعمال بالجامعة.

٥- ندوة محلية حول : دور الترجمة، نظمها قسم الدعوة والدراسات الإسلامية بالجامعة.

٦- مؤتمر أكاديمي نظمتها اللجنة الإسلامية للأساتذة والموظفين بالجامعة.

٧- مخيم إسلامي نظمتها اللجنة الإسلامية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

٨- أسبوع التنوير في التقنية الإعلامية نظمها نادي الحاسوب بالجامعة في الفترة ١٨-٢٣ أكتوبر عام ٢٠٠٣م، وحضره الخبراء والعلماء والشعراء والأكاديميون وطلاب الكليات والجامعات.

٩- ندوة عالمية حول : الأخلاقية في مهنة الطب، نظمتها الجامعة بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بتاريخي ١٠-١١ من إبريل عام ٢٠٠٣م حضرها أساتذة الطب من السعودية والمتخصصون والأكاديميون والأطباء من بنغلاديش.

البحوث والنشرات والنشاطات الأخرى (٢٠٠٠-٢٠٠٥م)

١- مجلة دراسات الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ : صدر منها العددان الأول والثاني والعدد الثالث تحت إجراءات الطبع والنشر.

٢- مجلة " إكزيكيوتف فيوز" تصدر من قسم إدارة الأعمال.

المعاهد/ المراكز			
أ- المقر الرئيسي	١	٢	٣
ب- مقر داكا	--	--	--
	٤	٩	١١

عدد الطلاب والطالبات في المقر الرئيسي ومقر داكا.	٤٣	١٢٠٥	٤٣٦٤

ملاحظة : إن عددا من طلاب هذه الجامعة قد انتقلوا بنقل الاعتمادات إلى الجامعات في الخارج مثل جامعة كيب بريتون بكندا، وجامعة أكاديا بكندا، وجامعة وئيست فرجينيا بأمريكا، وجامعة بيكتوريا بآستراليا، جامعة كوئن لاند المركزي بآستراليا، ومدرسة إدارة الأعمال بلندن، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وجامعة الأزهر الشريف، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،

أعضاء هيئة التدريس الدائمون

المناصب	١٩٩٥م	٢٠٠٠م	٢٠٠٥م
الأستاذ	--	٢	١٠
الأستاذ المشارك	--	--	٤
الأستاذ المساعد	--	٥	٤٢
المحاضر	٥	٣٥	١٢١
المحاضر المساعد	--	٢	٣
المجموع :	٥	٤٥	١٨٠

الأساتذة المعارون

أ- المقر الرئيسي	+٥٠		
ب- مقر داكا	+٤٥		

عدد الكتب في المكتبة	١٩٩٥	٢٠٠٠م	٢٠٠٥م
في المقر الرئيسي ومقر داكا	٢٨٥	٨١٢٢	٥٩١٨٨

اتصالات الحاسوب والهندسة الحاسوبية. ونحن نتوقع أن نحصل على مثل هذا الاعتراف لبرنامج علـوم الحاسوب والهندسة الحاسوبية في مستقبل قريب.

تضم جانب الأخلاقية مع جودة المستوى

إن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ لا تؤكد على جودة ومستوى التعليم فحسب بل تؤكد دائما جنبـا إلى جنب على توجيه الطلاب والطالبات إلى تطبيق القيم والمبادي والأخلاق الحسنة في جميع مجـالات الحياة. وتنفيذا لهذا الغرض أنشئت الجامعة قسما خاصا باسم قسم شئون الطلاب للإشراف والمتابعة على الأمور المتعلقة بتوجيه الطلاب والطالبات وإرشادهم وتدريبهم وتربية ذكائهم ومواهبهم وتتواصل لتطوير مستواهم أكثر فأكثر، ونرجو الله تعالى التوفيق.

إليكم التقرير الموجز للتقدم الأكاديمي خلال عشر سنوات من ١٩٩٥-٢٠٠٥م

عدد الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز

الكليات	١٩٩٥م	٢٠٠٠م	٢٠٠٥م
أ- المقر الرئيسي	٣	٤	٥
ب- مقر داكا	---	٢	٢
	٣	٦	٧

الأقسام			
أ- كلية الشريعة (المقر الرئيسي)	١	١	١
كلية الشريعة (لمقر داكا)	---	---	---
ب- كلية العلوم الحديثة (المقر الرئيسي)	١	٢	٢
كلية العلوم الحديثة (لمقر داكا)	---	١	١
ج- كلية العلوم الإدارية ٠المقر الرئيسي)	١	١	١
كلية العلوم الإدارية لمقر داكا	---	١	١
د- كلية العلوم الإنسانية والآداب (المقر الرئيسي)	---	١	١
كلية العلوم الإنسانية والآداب (لمقر داكا)	---	---	---
هـ- كلية القانون (المقر الرئيسي)	---	---	١
كلية القانون (لمقر داكا)	---	---	---

من المحلية إلى العالمية

في البداية كانت أنشئت الجامعة باسم الجامعة الإسلامية شيتاغونغ، وخلال خمس سنوات من تأسيسها اكتسبت الجامعة صفة عالمية، فاستحالت إلى الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، وهذا التغيير ليس في تسميتها فقط بل في طبيعتها وأوصافها أيضا. ومنذ البداية دأبت الجامعة على توظيف أساتذة أجانب خاصة في كلية الشريعة كما يدرس عدد من الطلاب الأجانب من الهند والنيبال والصين والصومال وغيرها من البلاد في كليات مختلفة.

إن مستوى التعليم في هذه الجامعة يساوي أو يقارب بالجامعات المعروفة في العالم الإسلامي. وقد تم توقيع اتفاقيات التفاهم مع عدد من الجامعات البارزة في جنوب شرق آسيا وكندا وأمريكا، والمملكة المتحدة. ويذكر منها الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وجامعة مالتي ميديا بماليزيا. والمعهد الآسيوي للتقنية بتائلاندا، وجامعة كيب بريتون بكندا، والمؤسسة الإسلامية بليستر، وجامعة بورت ماوث بالمملكة المتحدة، وجامعة تري شكتي بإندونيسيا وغيرها. وإن إجراءات عقد اتفاقية التفاهم مع جامعة بورت لاند استيت بأمريكا على وشك الإتمام. على كل حال هناك جامعات أخرى تقبل طلابنا بتحويل الاعتماد الكلي.

من ٥ أساتذة إلى ٢٧٥ أستاذا خلال عشر سنوات

إن معدل تزايد عدد الأساتذة فيها مشجع أيضا، وقد شرعت بخمسة أساتذة دائمين عام ١٩٩٥م، والآن بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس إلى ٢٧٥ استاذا، ٦٥% خمسة وستون في المائة منهم أساتذة دائمون. وهذا أكبر وأعظم عدد للأساتذة من بين جميع الجامعات الخاصة.

أبرز الجامعات التسع الأولى حسب تقدير لجنة موافقة الجامعات

إن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ حازت مكانة مرموقة بين الجامعات التسع الأولى حسب تقدير فريق التقييم العالي المكون من قبل مكتب رئيسة وزراء البلاد عام ٢٠٠٤م برئاسة رئيس مجلس موافقة الجامعات، والذي كلف بتقييم الجامعات الخاصة البالغ عددها ٥٣ جامعة حسب المستوى التعليمي والمرافق الأخرى وتوفر الشروط اللازمة والمفروضة من قبل مجلس موافقة الجامعات.

الجامعة الوحيدة التي حصلت على اعتماد معهد المهندسين بنغلاديش (نقابة المهندسين)

تمتاز الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ بكونها الجامعة الوحيدة التي حصلت على اعتماد معهد المهندسين ببنغلاديش (نقابة المهندسين)، حيث إنها وفرت جميع الشروط اللازمة للاعتراف في برنامج

الجامعات الخاصة لعام ١٩٩٢م" يؤذن بموجب هذا القانون للأفراد والأمانات والمؤسسات لفتح جامعات خاصة وذلك بشروط حددها القانون نفسه.

انتهازا لهذه الفرصة السانحة أقدم هؤلاء الإخوة على إنشاء جامعة إسلامية في مدينة شيتاغونغ لتقديم التعليم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير وليس في العلوم الشرعية فحسب بل في العلوم الحديثة الأخرى مثل علوم الحاسوب، وإدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية، والقانون وغيرها. وبعد الحصول على موافقة الحكومة وضع نظام متكامل ومتميز للتعليم في هذه الجامعة على غرار الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وتم استدعاء بعض المتخصصين في التعليم والمدرسين في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بمن فيهم كاتب هذا التقرير، وبعض خريجيها من أبناء البلاد للمساهمة في تطوير وترقية هذه الجامعة الوليدة.

وهذه الفكرة قد تلقت قبولا وإعجابا من قبل المفكرين البارزين والمثقفين والتربويين المهرة في العالم الإسلامي مثل معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف، وفضيلة الدكتور عبد الله المصلح، وفخامة الرئيس مأمون عبد القيوم وفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، و فضيلة الشيخ صالح بن حميد، وفضيلة الشيخ يوسف جاسم الحجي، وفضيلة الشيخ عبد الله علي المطوع، وسعادة السفير ناصر حمدان الزعابي، وفضيلة الدكتور عادل عبد الله الفلاح، والشيخ نادر عبد العزيز النوري، والدكتور عبد الرزاق أحمد ظفر، والبروفيسور الدكتور عبد الله الزايد، والدكتور عبد الله عبد الرشيد وفضيلة الشيخ عبد الله الدباغ وغيرهم. وهؤلاء الشخصيات لم يكتفوا بإبداء تعاونهم فقط بل قبلوا أن يتقلدوا مهام الرئيس ونائب الرئيس أو الأعضاء لأمانة الجامعة الإسلامية، وساهموا مساهمة فعالة بنّاءة لتعجيل نموها وتقدمها ماديا ومعنويا.

وإن المقر الدائم للجامعة الذي يبعد عن مركز المدينة مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا يقع على أرض مساحتها ٢١ فدانا، وفي موقع ممتاز على خليج البنغال وعلى سفاح الجبل بمناظره الطبيعية وبيئته الخلابة، ومن المخطط أن يتوسع ويتمدد إلى ١٥٠ فدان من الأرض في مستقبل قريب إن شاء الله.

من ٤٣ طالبا إلى ٤٥٠٠ طالب خلال عشر سنوات.

إن أهم عامل لتقدم الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ هو الجانب الأكاديمي وهو الجانب المدهش كثيرا. وقد بدأت مسيرتها التعليمية بثلاثة وأربعين طالبا فقط وبلغ عدد الطلاب والطالبات في الوقت الراهن إلى ٤٥٠٠ طالب وطالبة. وهذا يعني ازدياد مائة مرة في الأعوام العشر أو عشر مرات في كل سنة. فالجامعة متواصلة في مسيرتها بهذا المعدل في عدد طلابها منذ البداية.

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ : تقرير أكاديمي موجز لعشر سنوات

الأستاذ الدكتور أبو بكر رفيق، نائب مدير الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

مقدمة :

الحمد لله العلي القدير الذي وفقنا لتحقيق أحلامنا وآمالنا المتمثلة بإنشاء جامعة إسلامية متميزة فريدة في بلد مسلم ذي كثافة سكانية عالية في جنوب آسيا مثل بنغلاديش، لولا فضل الله علينا لما تحقق ذلك. ونحن نقدم الشكر الجزيل والتقدير العميق إلى هؤلاء المفكرين الكرام والشخصيات العظام والمحسنين البررة من الأمة الإسلامية من الدول الشقيقة من المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر وباكستان والهند والمالديف وغيرها، الذين قدموا مساهماتهم المفتوحة ومدّوا أياديكم السخية إلينا وتعاونوا معنا في تطوير هذه الجامعة وفي مسيرتنا الدؤوب إلى هدفنا المنشود.

خلفية إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

أذكر باختصار خلفية إنشاء هذه الجامعة وهي أنه في عام ١٩٨٣ أنشئت جامعة إسلامية في موقع مجاور للجامعة الإسلامية للتقنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تقع على مسافة ٢٠ كيلومتر من مركز العاصمة داكا كتنفيذ عملي لبعض الاقتراحات المقدمة من قبل المؤتمر العالمي للتعليم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام ١٩٧٧م، حيث وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتقديم الدعم المادي والتقني لهذه الجامعة وجامعتين شقيقتين في باكستان وماليزيا، مع أن الحكومة العلمانية لبنغلاديش آنذاك أسست جامعة إسلامية لإرضاء الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي لكنها لم تكن مخلصة تجاه هذه الجامعة، فلم تكن تحب أن تراها تزدهر وتتقدم، ونتيجة لذلك اتخذت الحكومة قرارا مفاجئا لنقل هذه الجامعة من العاصمة إلى المنطقة النائية الحدودية في مديرية كوشتيا خلال سنوات قليلة من تأسيسها.

نظرا إلى المصير المأساوي لهذه الجامعة الإسلامية الوحيدة في البلاد، أراد عدد من المفكرين والتربويين والمثقفين والعاملين في مجال التربية وأصحاب الخير والأعمال الاجتماعية والإنسانية في شيتاغونغ إقامة جامعة إسلامية في مدينة شيتاغونغ ثاني أكبر مدن البلاد وبوابة الإسلام إلى منطقة البنغال. وفي ذلك الوقت جاءت حكومة جديدة وشرعت قانونا تاريخيا في البرلمان تحت عنوان " قانون

بتائلاندا. وجامعة كيب بريتون بكندا، وجامعة تريشكتي بإندونيسيا، وعدد من الجامعات العربية في السعودية ومصر، وجامعات لندن وأمريكا وغيرها. ويتم من خلالها تبادل الطلاب والأساتذة للدراسات العليا لإمفيل والدكتوراه، كما توجد التسهيلات في رسوم الدراسة والدكتوراه غير المقيمة، كما تجري الإجراءات لاتفاقية التعاون والتفاهم مع جامعة بورت لينذ بأمريكا.

سوف يفتح قسم الإلكترونية والهندسة الإلكترونية في الفصل القادم تحت كلية العلوم الحديثة. وقد تمت الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما اتخذنا مبادرة لفتح قسم الصيدلية قريبا.

- استجابة للحاجة الملحة سوف تفتح كلية الطب قريبا.

إن الحقائق والمعلومات المذكورة تلعب دورا هاما في نجاح الجامعة وتقدمها وازدهارها، وهذه النجاحات والإنجازات لم تتحقق في ليلة وضحاها. ولا شك أن في ورائها إخلاصا وتضحية، عملا جادا متواصلا وتعاونا مستمرا وتفاهما كبيرا في المجالات الأكاديمية والإدارية من قبل المسئولين والقائمين عليها خاصة أمانة الجامعة وإدارتها والمجلس التنفيذي لها. إضافة إلى السياسات الحكيمة والنظم واللوائح المتخذة والتي تؤمن البيئة الصالحة للتعليم والتربية والبحوث والدراسات العلمية.

وفي الختام نرجو التقدم والازدهار والنجاح لهذه الجامعة، فالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ تتحمل على عاتقها مسئولية تثقيف وتعليم عدد كبير من هذا الشعب المسلم. وتسير هذه الجامعة جنبا إلى جنب مع الجامعات الحكومية، وأصبحت موضع إقبال الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم جميعا. ويفضلها كثير منهم على الجامعات الحكومية، وهذا هو النجاح والفلاح للجامعة.

وإذا تم إنشاء كافتريا ومساكن للأساتذة سوف تتقدم الجامعة إلى المزيد من الرقي والازدهار، فأهيب بأعضاء أمانة الجامعة أن يتخذوا مبادرة فعالة بهذا الموضوع.

وبمناسبة الاجتماع العام الخامس أهنئ وأشكر معالي رئيس أمانة الجامعة ونائبه وجميع أعضاء الأمانة والمتعاونين والمساهمين من الداخل والخارج ولله الحمد والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

– وإنها أول جامعة خاصة حصلت على اعتراف لجنة الاعتماد للتعليم الهندسي والفني على برنامجها الهندسي الحاسوبي.

– إن هذه الجامعة تملك مقرا دائما متميزا هادئا خاليا من الاضطرابات السياسية والمخدرات وغيرها وبيئة طبيعية رائعة صالحة للتعليم، ولم يحدث حتى الآن ما يخل بظروف التعليم. فتمكنا من منح التعليم والتدريس على المستوى العالمي وبصورة مرضية وجيدة.

– يعمل حاليا كثير من خريجي هذه الجامعة بكفاءة وجدارة في مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

– حيث إن بيئة هذه الجامعة صالحة وملائمة تجري فيها البحوث والدراسات العلمية فتصدر الجامعة مجلتين دوريا باللغتين العربية والإنجليزية.

وكل هذه الإنجازات استطعنا من تحققها بالتوجيهات الحكيمة والإرشادات السليمة والإشراف المباشر من معالي رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه، كما وجدنا التعاون والإخلاص من جميع أعضاء مجلس الأمناء والأساتذة والموظفين والطلاب والطالبات على السواء.

تمشيا بإيجابيات العولمة وقبولا لمصالحها أولت الجامعة اهتماما خاصا بتعليم العلوم الحاسوبية وتقنيتها وهندستها، وتواصلا له تنظم الجامعة المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في البرمجة الحاسوبية كما شاركت في المسابقات الدولية والمحلية في برمجة الحاسوب وحازت على مراتب أولى وجوائز قيمة، ففي مسابقة البرمجة التاسعة وعشرين على مستوى الكليات التي اشتركت فيها الصين والهند وسنغافوره وأربعون جامعة من بنغلاديش، فالجامعة الإسلامية العالمية حصلت على الترتيب الثامن من بين الفرق المشاركة البالغ عددها ستة وتسعين فريقا. كما حصلت على الترتيب التاسع في المسابقة الدولية في البرمجة المنعقدة في الهند عام ٢٠٠٣م. وفي عام ٢٠٠٢م حصل فريق الطالبات على أحسن فريق نسائي في مسابقة برمجة الحاسوب المحلية المنعقدة في عاصمة البلاد داكا. كما حصلت على الترتيب العاشر في مسابقة البرمجة المنعقدة عام ٢٠٠٤م من بين سبعين فريقا من خمسين جامعة. وإن هذه الجامعة لا تخرج البرمجيين فقط بل تشرف على كثير من المؤسسات التي تخرج المبرمجين. وهي تنظم سنويا مسابقات البرمجة على مستوى الجامعات. وإنها أول جامعة في البلاد نظمت مسابقة برمجة الحاسوب عن طريق إنترنت عامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م. وفي هذه السلسلة نظمت الجامعة الإسلامية العالمية بتاريخي ٣ –٤ من ديسمبر عام ٢٠٠٤م مسابقة في برمجة الحاسوب بالتعاون مع وزارة العلوم والإعلام والتقنية، وذلك في مقرها الدائم الذي يزدهر بالمناظر الخلابة والبيئة الطبيعية الرائعة، وشارك فيها ثلاثمائة متسابق من أكثر من خمسين جامعة. وجرت المسابقة في قاعة مكتبة قطر المركزية التابعة للجامعة. كما شارك فيها سبعة وسبعون فريقا أجنبيا من خارج الدولة.

إن هذه الجامعة عقدت اتفاقيات التفاهم مع عدد من الجامعات والمؤسسات وهي : الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وجامعة مالتي ميديا بماليزيا، والمؤسسة الإسلامية بليستر، والمعهد الآسيوي للتقنية

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

نجم لامع في سماء التعليم ببنغلاديش

البروفيسور الدكتور إ.ك.إم. أزهار الإسلام- مدير الجامعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد : فلا شك أن عددا من الجامعات الخاصة تلعب دورا حيويا في مجال التعليم في بنغلاديش حيث إن الجامعات الحكومية لا تؤدي دورها بسبب الظروف السياسية السلبية في البلاد التي تسبب في توقف الدراسة في الجامعات الحكومية من حين لآخر، وتنتج الازدحام في الفصول الدراسية. وفي هذه الظروف الحرجة برزت الجامعات الخاصة ببوارق الأمل في قلوب سكان البلاد. وتخرج عددا كبيرا من الطلاب في مختلف التخصصات، وبالإضافة إلى ذلك فإن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ تمكنت من توفير المتطلبات اللازمة للدراسات العليا في عصر العولمة الراهن.

في عام ١٩٩٥م منحت وزارة التعليم في البلاد ترخيصا لهذه الجامعة لمزاولة النشاطات التعليمية، فبدأت مسيرتها بثلاثة وأربعين طالبا فقط- والحمد لله- الآن بلغ عدد طلابها وطالباتها إلى أكثر من أربعة آلاف وخمس مائة، وحازت تقدما ملموسا في المجالات الأكاديمية والإنشائية، وأنا أقولها بكل حزم ويقين كمدير حالي لهذه الجامعة. وإن من أهم شروط التقدم توفر المنشآت والمباني اللازمة وتطويرها، فالجامعة الإسلامية العالمية حصلت الأراضي التي تبلغ ٢١ فدانا في المقر الدائم كما تشغل الجامعة مساحة كبيرة قدرها ثلاثمائة وخمسون ألف قدم مربع، وتستخدم الجامعة حاليا أحد عشر (١١) مبنى أكاديميا ذات الطوابق الستة، وثمانية مبان لسكن الطلاب والطالبات، كما تملك الجامعة مكتبة عظيمة رائعة وبديعة جامعة بين الفن الإسلامي والفن الحديث في التعمير وهي مكتبة قطر المركزية وتبلغ مساحتها واحدا وثلاثين ألف قدم مربع.

- وتوجد أكثر من ستين ألف كتاب في مكتبات الجامعة.

- ومن المهم جدا توفر أساتذة مواظبين في أي جامعة أو مؤسسة تعليمية. ويوجد في الجامعة حاليا مائتان وخمسة وسبعون أستاذا، ومن بينهم مائة وثمانون من الأساتذة المواظبين، وأرسلت الجامعة حتى الآن خمسة وعشرين أستاذا إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا.

- يدرس حاليا في الجامعة طلاب أجانب من الصين والهند والنيبال وكينيا بالإضافة إلى الطلاب المحليين. وهذا يدل على جودة إدارتها ونشاطاتها التعليمية والأكاديمية.

- ويجدر بالذكر بأن هذه الجامعة حازت مكانة رفيعة من بين الجامعات التسعة الفائقة في تقدير للجنة العليا المكونة المختصة لمجلس موافقة الجامعات من قبل رئيسة الوزراء في البلاد.

لإنشاء المباني التي لا بد لنا منها. ولو استطعنا أن نجلب المساعدات في شكل سهام، فإنه يمكن أن يساهم على النهوض بمستوى الجامعة من ناحية، وعلى زيادة إقبال الطالبة والطالبات من ناحية أخرى. مما يترتب عليه ازدياد دخل الجامعة بشكل غير مباشر

٤- إذا استطعنا أن ننسق بين أعمال تنمية البنية الأساسية وعمليات زيادة التسهيلات ، ونسلمها على الجهات الخيرية المسئولية للقيام بها؛ لأن هذه العمليات مم يقبل البطء فيها، وذلك مثل تدبير المياه التي تكلف مبالغ هائلة. فلو أمكن إقناع هيئة خيرية لهذا، بخطة خمسية أو عشرية، فإنه سوف يلعب دورا كبيرا في حل كثير من مشاكل الجامعة.

٥- وإنه أصبح من الضروري لنا في الوقت الحاضر، إقامة عدد من المباني للجامعة. منها: مبنى الإدارة، مبنى الإسكان للأساتذة والموظفين والعمال. ومن يجب علينا أن نبذل قصارى جهودنا لإنشاء أربعة مباني أكاديمية، وخمسة مباني لإسكان طلابي خلال سنتين قادمتين. والمرجو من السادة الأعضاء المساعدة على تحقيق هذه المشروعات.

وفي الختام

أيها السادة ! فقد قمت بمهمة السكرتير المؤسس للجامعة منذ ١٣ سنة من يوم أن أسست هذه الجامعة. وكان لي هدف وغاية في تأسيس الجامعة. مما دفعاني إلى أن أواصل العمل ليل نهار على مدار ١٨ ساعة في كل يوم، متنازلا عن أعمالي الشخصية, متخليا عن آلي وأهلي. ولم أضن بجهود أملكه في إقامة هذه الجامعة. وهكذا، فقد أديت مسئوليتي المتنوعة في الجامعة، بما فيها حفلتين للخريجين، وخمسة من المؤتمرات التي تنعقد خلال كل سنتين. وليس من المستحيل أن يصدر مني أخطاء في هذه المسيرة الطويلة، دون إرادة مني، بحكم كوني بشرا، فلا يسعني إلا أن أطلب منكم السمح والعفو عن كل ما صدر مني مما كان ينبغي ألا يصدر. وإنه من المؤسف أن أخبركم: بأنه نظرا لأسباب مادية فإنه أصبح من الصعب على أن أستمر في مهمتي كسكرتير مؤسس، على وعد أنني سوف لا أتأخر عن خدمة الجامعة كلما يتسنى لي الفرصة، كما كنت في السابق- إن شاء الله. واسمحوا لي أن أستودعكم كسكرتير الآن، معبرا لكم جميعا تحياتي وشكري العميق.

والسلام عليكم ورحمة الله .

تقرير مالي موجز:

ولقد سبق أن وزع على كل منكم التقرير المالي وتقرير الحسابات والمراجعة. فمن أراد أن يستفسر عن شيء مما ورد فيه، فله أن يعرفه الآن في هذا الاجتماع مباشرة، أو بعد أن يرجع إلى منزله عن طريق المراسلة. وإنه من حق كل عضو أن يكون على بينة من كل ما يتعلق بالموارد المالية، وبما أنه من الصعب أن نقدم لكم تفصيلا عن التقريرات المالية، فإنني أكتفي بعرض التقرير الموجز لما يتعلق بالمالية، وذلك على سبيل العلم لجميع الأعضاء .

أما عن الإيرادات والمصروفات في السنتين الماضيتين، فهي كالتالي:

الإيرادات في السنة الأولى : ١٤٨١,٣٩ مائة ألف تاكا ما يعادل ٢٢,١١ مائة ألف دولار أمريكي.

الإيرادات في السنة الثانية: ١٨٠٩,٤٨ مائة ألف تاكا ما يعادل ٢٧,٠١ مائة ألف دولار أمريكي.

المساهمات الخارجية في السنة الأولى : ٥٦٣,٥١ مائة ألف تاكا ما يعادل ٨,٤١ مائة ألف دولار أمريكي.

المساهمات الخارجية في السنة الثانية : ١٦٥,٠٧ مائة ألف تاكا ما يعادل ٢,٤٦ مائة ألف دولار أمريكي.

المصروفات التشغيلية في السنة الأولى : ١٣٩٨,٣٧ مائة ألف تاكا ما يعادل ٢٠,٨٧ مائة ألف دولار أمريكي.

المصروفات التشغيلية في السنة الثانية: ١٦٣٨,٠٤ مائة ألف تاكا ما يعادل ٢٤,٤٥ مائة ألف دولار أمريكي.

مصروفات التنمية في السنة الأولى : ٨٠٤,١٨ مائة ألف تاكا ما يعادل ١٢,٠١ مائة ألف دولار أمريكي.

مصروفات التنمية في السنة "ثانية : ٣٩٥,٦٢ مائة ألف تاكا ما يعادل ٥,٩١ مائة ألف دولار أمريكي.

و مبلغ هائل منها قد تم اقتراضها من البنك، يصل قدره ١٥٥ مائة ألف تاكا ما يعادل ٢,٣١ مائة ألف دولار أمريكي لأغراض تنموية. والجدير بالذكر أن العجز الحالي للجامعة في صندوق التنمية السنوية ٢٣٤ مائة ألف تاكا ما يعادل ٣,٣٩ مائة ألف دولار أمريكي، وكما قلت سابقا إن تقرير الحسابات للإيرادات والمصروفات وتقرير المراجعة الحسابية قد تم تسليمها إلى السادة الأعضاء.

أيها الأحباء:

١- إنه يجب علينا في ضوء الأوضاع العالمية أن لا نكتفي بالاعتماد على الإيرادات التي تجلبها الأمانة من الطلبة والطالبات، بل علينا أن نفكر في إيجاد مصادر إيرادات ثابتة. وتحقيقا لهذا الهدف، فإنه ينبغي أن نبني الأوقاف في كل من مدينة داكا، وشيتاغونغ، بالتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية الخيرية. ولكن المشكلة الرئيسية في هذا: هو شراء الأرض. أنا اعتقد أنه لو استطعنا أن نشتري الأرض، فإنه من الممكن إقناع تلك المؤسسات. وفي هذا الصدد، فإننا أقترح عليكم بإنشاء عدد من المباني التجارية.

٢- إنه ينبغي علينا أن نعمل جاهدين للحصول على المساعدات الخارجية لتغطية ما يتعلق بقطاع هيئة التدريس. وإذا تحقق لنا هذا، فإننا نستطيع أن نستخدم الإيرادات التي تأتي من مصادر الطلبة في إنشاء الحرم الدائم للجامعة بشكل أوسع من الآن.

٣- على الرغم من أن عدد المتبرعين للمباني الكبيرة قليل جدا، فإنه علينا أن نبحث عن المساهمين

7ـ قد أنجزنا بقية الأعمال لبناء المبنى الأكاديمي الثالث بالتمويل الذاتي للجامعة. مما أمكن معه بدء عمليات أكاديمية للقسم الجديد فيه.

8ـ بالمساعدات الحكومية قد تم فرش الطوب على الطريق المودي إلى حرم البنات، ومن المأمول أن تتم بقية الأعمال لرصفه خلال السنة القادمة .

9ـ بالتمويل الذاتي من الجامعة فإنه قد تم بناء بوابة كبيرة للجامعة بنسبة ٨٠%، أما بقية الأعمال فإننا نأمل إنهائها خلال السنة القادمة.

10ـ بسبب عدم توفر المبلغ المطلوب لدى الجامعة فإننا لم نستطع أن نتقدم كثيرا في أعمال تجميل المنظر، بيد أنه قد تم غرس ما يبلغ عدده ٦٠٠٠ من أشتال مختلفة للأشجار. التي سوف تزيد بيئة الحرم الجامعي جمالا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أنها سوف تكون ثروة للجامعة. ومازالت محاولتنا مستمرة لزرع حدائق الزهور أمام وحول المباني بالحرم الدائم.

11ـ تسهيلا للذهاب إلى كلية الهندسة فقد شرعنا في تشييد جسر أسمنت بتكلفة تقدر ثلاثة مليون تاكا، والذي من المقرر أن تنتهي في غضون الشهر الجاري.

12ـ فقد قمنا بإتمام أعمال أربعة مبان لإسكان الطلاب التي يسكن فيها ثمان مائة طالب، وثلاثة مبان أكاديمية والتي تجري فيها الأعمال الأكاديمية لخمسة أقسام. والمبنى الأكاديمي في حرم البنات يستخدم حاليا كمسكن مؤقت للأساتذة وبعض الإداريين. وقد تم اتخاذ الترتيبات لإسكان ٢٤ موظفا من قبل.

المشروعات المنشية للموارد المالية :

1ـ مبنى البنك الإسلامي للتنمية : قد أتممنا إجراءات تسجيل شراء قطع أراضي بمساحة ٢٠ كاتا في منطقة أغراباد، وهي من أثمن المناطق في شيتاغونغ باقتراض المبالغ الكبيرة من النقود. وقد تلقينا وعدا من البنك الإسلامي للتنمية بأنه سوف يقرضنا التكاليف اللازمة لبناء عمارة تجارية مكونة من ١٦ طابق. ومن المرجو أن يبدأ البنك أعمال بنائه في السنة القادمة .

2ـ كانت أمانة الجامعة قد اتخذت قرارا قبل ما يقرب سنتين بإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي، ولكن القرار لم يمكن تنفيذها لسبب عدم توفر الميزانية والأرض المطلوبة. وقد وقفت الهيئة الاجتماعية الخيرية الإسلامية بشيتاغونغ قطعة أرض مساحتها فدان واحد في منطقة شاندغاو لإنشاء كلية الطب والمستشفى المقترحين. وقد بدأت أمانة الجامعة عملية إنشاء الكلية فيها بالفعل. ومن ناحية أخرى: فإن وفدا من الأمانة قد قام بزيارة باللقاء مع حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية في الشهر الماضي، للتمويل اللازم لإنشاء المجمع الطبي، فوافق سموه مبدئيا على ذلك، بل أعتمد سموه مبلغ مليون دولار كمرحلة أولى. وقد وعد منظمة "الهلال الأحمر" بالإمارات العربية المتحدة بتوفير الأدوات الطبية اللازمة للمشروع، تصل تكلفتها ٢٠ مليون تاكا. ومما لا شك فيه، أن مشروع كلية الطب سوف يؤدي دورا هاما في مجال الخدمات الصحية من ناحية. ومن ناحية إنها تكون مورد الدخل الزائد لأمانة الجامعة.

أقساما أو برامج جديدة خلال سنتين ماضيتين. ولكننا قد قررنا تلبية لسد للحاجة الوطنية والمحلية ورغبة الطلبة والطالبات أن نفتح الأقسام الثلاثة التالية خلال ٢٠٠٦م ــ إن شاء الله.

1ــ قسم الإلكترونية والهندسة الإلكترونية (EEE)

2ــ قسم الصيدلية.

3ــ دورة الدراسات القانونية لمدة سنتين.

الإنجازات الهيكلية والبنيوية :

إنه لم يحدث تقدم ملحوظ خلال سنتين ماضيتين من حيث البنية الهيكلية، على عكس ما كان الأمر عليه في السنوات الماضية، نتيجة ما حدث من اضطرابات سياسية غير مسبوقة النظير على الصعيد العالمي، وفي مقدمته الدول الإسلامية، مما ازدادت معه ممارسة الضغوط على الجهات الممولة . وعلى الرغم من ذلك، فإن مسيرتنا نحو التقدم لم يكن متوقفة في السنتين الماضيتين، وإن لم يكن ذلك على الشكل المأمول. وقد اضطررنا في بعض الأحيان أن نقترض مبالغ طائلة لمواصلة مسيرة التقدم التي بدأناها.

1ــ وقد استطعنا أن ننتهي من أعمال بناء مكتبة واسعة، مزودة بأحدث الوسائل و التكييف المركزي، بالتمويل من الدولة الشقيقة قطر. والتي تتسع لاستيعاب عشرة مليون كتاب، حيث يستطيع مائة طالب أن تستخدمها في وقت واحد. ومن ناحية أخرى، فإنه قد تم ربط تسهيلات إنترنت فيها، لتكون وصلة للطلبة بالعالم الخارجي.

2ــ وبالتمويل من الدولة الشقيقة الكويت فإنه قد تم أعمال بناء قاعة المحاضرات الكبرى والمدرج تصل قوة استيعابها إلى ألفي مقعد، بنسبة ٨٠%. وإننا على أمل في أن تنتهي إعمال بناءها خلال السنة القادمة إن شاء الله.

3ــ قد بدأنا أعمال البناء لمبنى علوم الحاسوب والهندسة الحاسوبية، مع التسهيلات المعملية، بمساعدة من مؤسسة الشيخ زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ومن المرجو أن يتم تنفيذ أعمال بناءها قبل سنة ٢٠٠٧م.

4ــ وبتمويل من صندوق التضامن الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قد تمت أعمال بناء مسكن للطلبة، بنسبة ٨٠%. ولدينا أمل أن ننتهي منها خلال السنة القادمة.

5ــ قد قامت الجامعة بحل المشكلة التي طالما عاني منها الطلبة والأساتذة، بتنفيذ ثلث ما بقي من أعمال التسهيلات للمكتبة المركزية الكبيرة، مع أمل في تنفيذ بقية الأعمال بشكل تدريجي حسب ما توفر لديها من الإمكانيات المادية، بالتجاوب مع تزايد الطلبة والطالبات.

6ــ بالتمويل الذاتي للجامعة بدأنا أعمال مبنى لإدارة الهندسة والتشييد، والتي قد تم منها بنسبة ٥٠%.

نشاطات الأمانة خلال العامين المنصرمين

(٢٠٠٤-٢٠٠٥م)

إن خير ما نستهل به أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من التوفيق للاجتماع في هـــذا المؤتمر الخامس الذي ينعقد خلال كل سنتين. ويسرنا أن نقدم لكم بالغ الشكر والتقدير من صميم قلوبنـــا على ما تحملتم من المشقات والمتاعب في السفر للمشاركة في هذا المؤتمر، من مختلف أنحـــاء العـــالم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء الأمانة، معربين لكم بالغ الشكر والتقدير لكم جميعا.

وإنه لمن السعادة أن نحيط سيادتكم علما: بأننا قد قضينا عشر سنوات على انطلاق الـــبرامج التعليميـــة للجامعة، وقرنا واحدا على البدء في إجراءات إنشاء الجامعة. فلا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعـــالى على أنه وفقنا أن نواصل سيرنا نحو التقدم والتطور خلال السنوات العشر المنصرمة. لقد قدمت لكم فـــي الاجتماع العام الرابع تقريرات عن ما تم إنجازه من أعمال التطور والتقدم من قبل بشكل مفصل. وهاأنا ذا اقدم لكم الآن تقريرات موجزة عن التقدم خلال سنتين ماضيتين.

التقريرات الأكاديمية

إن جامعتنا تجري أنشطتها الأكاديمية في الوقت الراهن في خمس حرم، وهي :

1ـــ الحرم الدائم للجامعة بكومبرا، شيتاغونغ.

2ـــ حرم الجامعة غير الدائم بمدينة شيتاغونغ، بشوك بازار.

3ـــ حرم البنات، بشارع كلية شيتاغونغ.

4ـــ حرم داكا (الخارجي)، بدانموندي، داكا.

5ـــ حرم البنات ، بدانموندي، داكا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك سبعة أقسام مندرجة تحت خمس كليات في هذه الحـــرم المذكورة. وبحمد الله تعالى فإن إقبال الطلبة تتزايد يوما فيوما على وجه لافت أكـثر من أي وقت مضى في جميع الأقسام، ماعدا قسم علوم الحاسوب، نتيجة ما حققتـــه الجامعة من الشهرة والسمعة الأكاديمية على مستوى الجمهورية. ويمكنكم الاطـــلاع على البيانات المطولة في التقرير الأكاديمي الذي يقدمه السيد الأستاذ نـــائب مديـــر الجامعة. ونظرا لعدم توفر المساحة المطلوبة من المكان، فإننا لم نستطع أن نفتح

مجلـــة تذكاريـــة

الاجتماع العام الخامس عام ٢٠٠٥م

رئيس التحرير :

محمد بديع العالم

هيئة التحرير :

أبو الرضاء محمد نظام الدين الندوي
محمد رياض محمود
عمران أبو حسن
محمد شاكر عالم شوق
ب.م. مفيض الرحمن
محمد كمال الدين
محمد شهيد الله
شودهري غلام مولى
محمد ضياء الكريم
مشتاق خوندكار

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنغلاديش

مجلـــة تذكاريـــة

الاجتماع العام الخامس عام ٢٠٠٥م

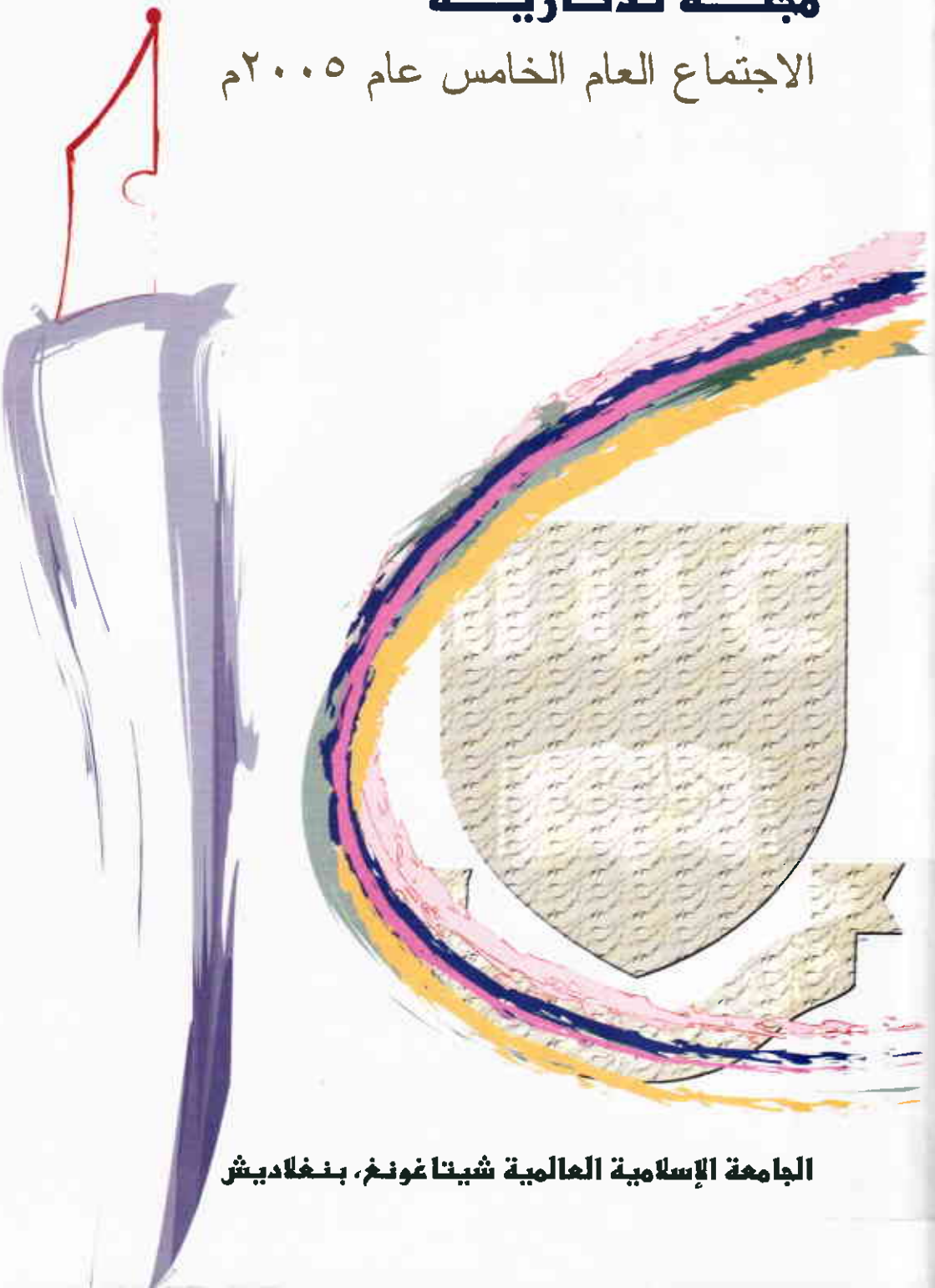

الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ، بنغلاديش